

## প্রথম অধ্যায়

# ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন: ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা



**প্রশ্ন ▶ ১** নতুন আবিষ্কারের নেশা মানুষের সহজাত। দুঃসাহসী এক নাবিক সমুদ্রপথে এদেশে আসার পর তার দেশের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এদেশে আসতে থাকে। পরবর্তীতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের বাসনা জাগে। তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি ও উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু তাদের এই স্বপ্ন সফল হয়নি।

◀ **শিখনফল:** ১

- ক. মীরকাশিম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পরাজয়ের কারণ — ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতির সাথে কোন জাতির মিল রয়েছে? তাদের কুঠি স্থাপনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত জাতির স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মীরকাশিম ১৭৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

**খ** মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পরাজয় কারণ।

নবাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মীরমদনের মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে তৎক্ষণিক ডেকে পাঠান। তখন মোহনলাল ও সিনফের বাহিনী নবাবের বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে কুরআন স্পর্শ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার মিত্যা শপথকারী মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধের ভুল পরামর্শ দেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে পরাজয়ের পথকে প্রশস্ত করেন।

**গ** উদ্দীপকে পর্তুগিজ জাতির কথা বলা হয়েছে।

পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার সমুদ্রপথে ১৪৯৮ সালের ২৭ মে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে আসতে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার লক্ষ্যে। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগ এবং কালিকট বন্দর দখল করার মাধ্যমে তাদের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের বাসনা জাগে। ১৫১০ সালে আল ব্রকার্ভ ভারতের গোয়ায় পর্তুগিজ রাজার প্রতিনিধি হিসেবে আসেন। আল ব্রকার্ভের পরবর্তী পর্তুগিজরা অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সলসেট, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে কুঠি স্থাপন করে এবং কুঠিগুলোকে দুর্গে পরিণত করে। ১৫৩৮ সালে তারা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও-এ শুল্ক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। হুগলি নামক স্থানে ১৫৭৯ সালে তারা উপনিবেশ গড়ে তোলে। শেষ পর্যায়ে তারা উড়িষ্যা এবং বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলে বসতি সম্প্রসারণ করে।

**ঘ** উক্ত জাতি অর্থাৎ পর্তুগিজদের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। পর্তুগিজরা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যই করত না, তারা এদেশের জমিদার ও প্রতাপশালী বার ভূইয়াদের সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। আবার সুযোগ পেলেই জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করত। অনেক সময় সম্রাট বা নবাবের আইন অমান্য করে বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ী চালাত। এছাড়াও তারা জোর করে এদেশের অসহায় বালক-বালিকাদের খ্রিস্টান বানাত। এদেশের মানুষকে ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করত। পর্তুগিজ সৈন্যরা জোর করে এদেশের মেয়েদের বিয়ে করত। তাদের এ অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেলে সম্রাট

শাহজাহানের নির্দেশে কাশিম খান পর্তুগিজদের হুগলি কুঠি থেকে বিতাড়িত করেন। সর্বশেষ বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ ঘাঁটি দখল করে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন।

সর্বোপরি ভারতবর্ষে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে পর্তুগিজরা চিরতরে এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

**প্রশ্ন ▶ ২** তালেব আলী ও হাসমত মিয়া যৌথভাবে সার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করে। শীঘ্রই তাদের দোকান সংখ্যা দুই থেকে সাত-এ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হাসমত মিয়া ইচ্ছা করেই ঝামেলা সৃষ্টি করে এবং তালেব আলীর সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি বাতিল করে দেয়। ইতোমধ্যে সার ক্রয়-বিক্রয় মালিক সমিতির উর্ধ্বতন পদাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গেও তালেব আলীর বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে হাসমত মিয়া তালেব আলীর দোকানগুলো দখল করে নেয়। অসহায় তালেব আলী অবশেষে ব্যবসায় গুটিয়ে নতুন কিছু করতে বিদেশে চলে যায়।

◀ **শিখনফল:** ১

- ক. সম্রাট লুই 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কত টাকা ঋণ দেন? ১
- খ. ইংরেজ কর্মকর্তা জব চার্নকের দূরদর্শিতা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. তালেব আলীর ন্যায় কোন ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. হাসমত মিয়ার মাঝে একটি বিশেষ ইউরোপীয় বণিকদের কূটকৌশল লক্ষণীয়— সত্যতা যাচাই কর। ৪

### ২৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্রাট লুই 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তিরিশ লক্ষ টাকা ঋণ দেন।

**খ** ইংরেজ কর্মকর্তা জব চার্নক (Job Charnock) ছিলেন দূরদর্শিতাসম্পন্ন মানুষ।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য বৃদ্ধির পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (British East India Company) রাজ্য স্থাপন ও শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৬৮৬ সালে ইজা-মুঘল সংঘর্ষ শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে জব চার্নক ইজা-মুঘল আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি ১৬৯০ সালে কলকাতার সূতানটিতে ফিরে আসেন এবং তার দূরদর্শিতার ফলেই কলকাতা নগরীর পত্তন হয়। পরবর্তীতে এখানেই গড়ে ওঠে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, যা ইংরেজদের সফলতা অর্জনে বিশেষ সহায়ক ছিল।

**গ** উদ্দীপকের তালেব আলীর ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসা ডাচ বা ওলন্দাজগণ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

ডাচ বা ওলন্দাজগণ ১৬০২ সালে ভারতবর্ষে আসে। তারা ইংরেজদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে এবং রেশমি সূতা, সূতি কাপড়, চাল, ডাল ও তামাক এদেশ থেকে নেওয়া শুরু করে। ইংরেজরা তাদের ব্যবসায়িক উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং কৌশলে তাদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ভেঙে দিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করে। এ সময় বাংলার শাসনকর্তাদের সাথেও ওলন্দাজদের বিরোধ দেখা দেয়। ইংরেজরা এই সুযোগে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিকুঠিগুলো দখল করে নেয়। এতে ভারতবর্ষে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ওলন্দাজগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়।

উদ্বীপকে দেখতে পাই, তালেব আলী হাসমত মিয়ার সাথে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করে। তার ব্যবসা যখন উন্নতির দিকে ঠিক সেই সময় হাসমত মিয়া তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং ইচ্ছে করেই তার সাথে ব্যবসায়িক চুক্তি বাতিল করে দেয়। এ সময় ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে মালিক সমিতির উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সাথেও তালেব আলীর বিরোধ বাধে। এ সুযোগে হাসমত জোরপূর্বক তালেব আলীর নিজস্ব দোকানগুলো দখল করে নেয়। অসহায় তালেব আলী তখন ব্যবসা গুটিয়ে বিদেশে চলে যায়। ভারতবর্ষে ওলন্দাজদেরও তালেব আলীর মতোই পরিণতি হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, ওলন্দাজগণও তালেব আলীর মতো একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

**ঘ** উদ্বীপকের হাসমত মিয়ার মাঝে বিশেষ ইউরোপীয় বণিক তথা ইংরেজদের কূটকৌশল লক্ষণীয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের পূর্বেই ওলন্দাজদের আগমন ঘটে। ইংরেজরা এদেশে আসার পর ওলন্দাজদের সাথে যৌথবাণিজ্যের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা এই ওলন্দাজদেরকেই কৌশলে এদেশ ছাড়া করে। উদ্বীপকের হাসমত মিয়ার মধ্যে ইংরেজদের এই কূটকৌশল লক্ষণীয়।

ওলন্দাজরা কালিকট, নাগপট্টম, চুচুড়া, বাকুরা, বালেশ্বর, কাশিমবাজার এবং বারানগরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তাদের বাণিজ্যও ছিল বেশ রমরমা। এতে ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয় এবং আধিপত্য বিস্তারের নেশায় ওলন্দাজদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে বিরোধে লিপ্ত হয়। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। কিন্তু তারা এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও একক আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর হয়। ওলন্দাজদের সাথে এদেশে শাসকদের বিরোধ বাধলে ইংরেজরা অত্যন্ত কূটকৌশলের আশ্রয়ে ওলন্দাজদের সমস্ত বাণিজ্য কুঠি দখল করে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে।

উদ্বীপকের হাসমত মিয়াও অত্যন্ত কূটকৌশলের মাধ্যমে তালেবকে দেশছাড়া করে। সে তালেবের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি সহ্য করতে না পেরে তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে বিরোধে লিপ্ত হয়। তালেবের সাথে সার বিরক্ততা সমিতির বিরোধ বাধলে সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

তাই বলা যায়, উদ্বীপকের হাসমত মিয়ার কাজে ইংরেজ বণিকদের কূটকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে।

**প্রশ্ন ৩** সম্প্রতি দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। জনগণও এ প্রসঙ্গে একমত, কিন্তু ভয় হয় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের। তিনি বলেন, এমনই ব্যবসা করতে পশ্চিমারা এই উপমহাদেশে এসেছিল এবং আমাদের সরলতা ও রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগে একসময় ঐ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই এখানকার ভাগ্যবিধাতা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি কোনো আবেগের আশ্রয় না নিয়ে শর্তসাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগ করার পক্ষে মত দেন।

◀ *শিখদফতর*, ১ ও ২

- ক. বন্ধারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১
- খ. সিরাজ-উদ-দৌলার মসনদে আসীন হওয়ার পর কী ধরনের প্রশাসনিক রদবল ঘটে? ২
- গ. মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের পশ্চিমাদের সম্পর্কে মন্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, পশ্চিমা ব্যবসায়ীশ্রেণি এই উপমহাদেশে আগমন করেছে ভাস্কা-দা-গামার হাত ধরেই? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৬৪ সালে বন্ধারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

**খ** সিরাজ-উদ-দৌলা ক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রশাসনিক কিছু রদবদল করেন।

নবাব মসনদে আসীন হয়ে বখশীর পদ থেকে মীরজাফরকে অপসারণ করে মীরমদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর পারিবারিক দেওয়ান মোহনলালকে সচিব পদে উন্নীত করেন এবং তাঁকে মহারাজ উপাধিসহ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মোহনলালের পিতৃব্য জনকিরামকে নিজের দিওয়ান নিযুক্ত করেন।

**গ** ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্যগোষ্ঠীর আগমন সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের মন্তব্যটি এ উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং তাদের এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠা ঘটনাকে ইজিত করে।

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজগণ সর্বপ্রথম উপমহাদেশে আগমন করে। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কা-দা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজ বণিক দল ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করে। কোচিন ও ক্যানোনে পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় এবং গোয়া, দমন, দিউ, হুগলি প্রভৃতি অধিকৃত হয়। পর্তুগিজদের পরেই ওলন্দাজরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করে। ওলন্দাজগণ সুমাত্রা, জাভা দ্বীপপুঞ্জ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গুজরাট, করমন্ডল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজদের ন্যায় দিনেমারগণও ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে ভারতে আগমন করে। কিন্তু ব্যবসায় সুবিধা করতে না পেরে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠিগুলো বিক্রি করে তারা ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশ থেকে চলে যায়। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে ইংরেজ বণিকদের এক বাণিজ্যিক সংঘ গঠিত হয়। তারা ক্রমান্বয়ে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, কালিকট, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠি স্থাপন করে। পরে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতায় ইংরেজরাই ভারতের সর্বময় অধিকর্তা হয়ে ওঠে। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর স্ত্রী কোলবার্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং মাহবুব সাহেবের মন্তব্যটি যে সঠিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি ভাস্কা-দা-গামার হাত ধরেই পশ্চিমা ব্যবসায়ীশ্রেণি এই উপমহাদেশে আগমন করেছে।

ভাস্কা-দা-গামা ছিলেন একজন দুঃসাহসিক পর্তুগিজ নাবিক। তিনি প্রথম ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নৌপথ আবিষ্কার করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে পশ্চিমা দেশগুলো বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তখন ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া প্রভৃতি নগররাষ্ট্রগুলো এশিয়া মাইনরের শহরগুলোতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেছিল।

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্ক কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে উপমহাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পর্তুগিজ নাবিক প্রিন্স হেনরির নেতৃত্বে পর্তুগিজগণ আফ্রিকা হয়ে উপমহাদেশে আসার পথ সন্ধান করতে থাকেন এবং ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নাবিক বার্থালামিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসেন। তারই প্রদর্শিত পথে পর্তুগালের রাজা ভাস্কা-দা-গামার নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন এবং এ দীর্ঘ দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার পর ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২০ মে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। তখন থেকে ভারতে পর্তুগিজ শক্তির অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ভাস্কা-দা-গামা কর্তৃক আবিষ্কৃত পথ ধরেই পর্তুগিজ, ডাচ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা এদেশে আসতে থাকে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাস্কা-দা-গামার হাত ধরেই পশ্চিমা ব্যবসায়ী শ্রেণি এই উপমহাদেশে আগমন করেছে।

**প্রশ্ন ▶ ৪** ভারতের কোনো একটি রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন তিনি। সহজ-সরল অন্তরকরণ ও পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের কারণে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশিরাও। এই বিশ্বাসঘাতকদের কারণে রাজ্য ও জীবন দুটোই হারিয়েছিলেন তিনি।

◀ পিছনফল: ৩

- ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. ভারতের মানুষের প্রতি পূর্তুগিজদের ব্যবহার কেমন ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের মিল রয়েছে- বিদেশিদের সাথে তার সংঘাতের কারণগুলো লেখ। ৩
- ঘ. আলোচ্য সংঘাতের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী-মতামত দাও। ৪

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আগমন ঘটে পূর্তুগিজদের। ভারতের মানুষের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল দমন-নিপীড়নমূলক।

পূর্তুগিজরা এ উপমহাদেশে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। সুযোগ পেলেই তারা স্থানীয়দের জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, জুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার করত। পূর্তুগিজ সেনারা জোরপূর্বক এদেশের মেয়েদের বিয়ে করত। তাছাড়া পূর্তুগিজ জলদস্যুরা এদেশের মানুষদের ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করত।

**গ** উদ্দীপকের শাসকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মিল রয়েছে।

ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সংঘাতের অমনক কারণ ছিল। যেমন, সিংহাসনে আরোহণের পর ইংরেজরা নতুন নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। পাশাপাশি ইংরেজরা কোনো প্রকার উপটোকন প্রেরণ না করে প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে। নবাবের বাণিজ্য শর্ত এবং কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ সংক্রান্ত আদেশও তারা অমান্য করে। উপরন্তু ইংরেজরা তাদের কোম্পানির নামে অনুমোদনকৃত 'দস্তক' ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবহার করে এবং শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। তাছাড়া আলীনগরের সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে তারা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। একপর্যায়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ঘসেটি বেগম ও শওকত জংকে ইংরেজরা সমর্থন জানালে সজাত কারণেই সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ইংরেজদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে ভারতের একজন শাসকের আলোকপাত করা হয়েছে, যিনি সহজ-সরল অন্তরকরণ ও পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের কারণে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এভাবে বিদেশিদের কাছে তিনি রাজ্য ও জীবন হারান। উদ্দীপকের উক্ত শাসকের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। মূলত ইংরেজদের ঔন্মত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডই নবাবের সাথে তাদের সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল।

**ঘ** ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সংঘাত অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী— উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে। যার ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের

রাজদণ্ডে অভিযুক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা বিভাজিত হয়ে দ্বৈতশাসনের সূত্রপাত হয়। এ সময় মীর জাফর নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে যায় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা নতুন নবাবের কাছ থেকে পৌনে এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ করে। এছাড়া ইংরেজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং নবাবের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখতে বাধ্য করা হয়। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ দক্ষিণাভ্যে ইজা-ফরাসি সংঘাতের গতিপথে প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসিদের বিতাড়নের মাধ্যমে বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্য ইংরেজদের হস্তগত হয়। পাশাপাশি দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধের ফলশ্রুতিতেই ইংরেজরা বাংলায় নৃপতি শ্রম্ভার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কালক্রমে তারা পুরো ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

**প্রশ্ন ▶ ৫** দেশপ্রেমিক নাজমুল হুদা সব সময়ই বলেন দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র থেকে দেশবাসীকে দূরে থাকতে। তিনি মনে করেন, একসময় বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে মানুষ আগমন করত, আর এই বিদেশি ব্যবসায়ী শ্রেণিই দেশটি একসময় দখল করে নেয়। এর পিছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল আমাদের কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি। এ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এই উপমহাদেশে প্রায় দুইশ বছর বিদেশি শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাই নাজমুল হুদা এ ধরনের কোনোরূপ ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকতে দেশবাসীকে আবেদন জানান।

◀ পিছনফল: ৩

- ক. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতার নতুন কী নামকরণ করেন? ১
- খ. অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে কী জান? ২
- গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, নাজমুল হুদার বক্তব্য মীরজাফর আলী খানসহ তার দোসরদের প্রতি ইজিত প্রদান করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নবাব সিরাজউদ-দৌলা কলকাতার নতুন নাম রাখেন আলীনগর।

**খ** ইংরেজ লেখক হলওরেল কর্তৃক প্রচারিত একটি কাহিনী ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত।

এতে বলা হয়, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা দুর্গ আক্রমণ করে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে আটকিয়ে রাখেন। ফলে ১২৩ জন ইংরেজ শ্বাসবৃন্দ হয়ে মারা যায়।

**গ** উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের বর্ণিত পলাশীর যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়। আর এ পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল বাংলার কিছু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারী। উদ্দীপকে মূলত এ বিষয়ের প্রতিই ইজিত করা হয়েছে।

১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সাথে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইতিহাসে তা-ই পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। মসনদে আরোহণের পর তরুণ সিরাজের সাথে ইংরেজদের নানা বিষয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই ইংরেজরা নবাবকে অসম্মান করে। তারা বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল নিয়ম ভঙ্গ করে এবং নবাবের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সহযোগিতা করে। এসব ঘটনায়

পলাশী যুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে নবাবের একান্ত বিশ্বস্ত কিছু রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। এক্ষেত্রে সেনাপতি মীর জাফরের নাম ইতিহাসে অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধে নবাবের জয় যখন নিশ্চিত তখন মীরজাফর তার পূর্ব পরিকল্পনা (রবার্ট ক্লাইভকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি) অনুযায়ী নবাবকে যুদ্ধ বন্ধের পরামর্শ দেয়। নবাব যুদ্ধ বন্ধ করলে ধূর্ত ক্লাইভ বাংলার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু মীর জাফর তাদের প্রতিহত না করে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মানিক চাঁদ প্রমুখ মীরজাফরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মোহনলাল, মীরমদন প্রাণপণ যুদ্ধ করেও নবাবের পরাজয়কে ঠেকাতে পারেনি। উদ্দীপকে মূলত দেশপ্রেমিক নাজমুল মীরজাফরের মতো বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশবাসীকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যা পলাশী যুদ্ধের ইজিতবহ।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি- নামজুল হুদার বক্তব্য পলাশী যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এবং তার দোসরদের ইজিত করে।

পলাশীর যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিয়োগান্তক ঘটনাসমূহের অন্যতম। এ ঘটনার মধ্য দিয়েই বাংলা দুশ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাষ্ট্রগত বন্দি হয়ে পড়ে। আর বাংলার এ বন্দিত্বের মূল কারণ বাংলারই কিছু বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড।

উদ্দীপকে বর্ণিত নাজমুল হোসেনের বক্তব্য পলাশী যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ যুদ্ধে ইংরেজরা সাফল্য লাভ করে বাংলা তথা উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আর ব্রিটিশদের এ সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজাফর। মীরজাফর আর তার দোসররা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাংলাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। এসব দেশদ্রোহীদের চক্রান্তে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নিঃস্ব আর অসহায় হয়ে নির্মম হত্যার শিকার হন। নবাবের সিংহাসনে বসা নিয়ে পূর্ব থেকেই তার আত্মীয় স্বজন এবং একান্ত বিশ্বস্ত কিছু কর্মচারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ঘসেটি বেগম, শওকত জং, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, মীরজাফর প্রমুখ। এরা ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করতে দৃঢ় হয়। ইংরেজদের মিথ্যা আশ্বাসে মীরজাফর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ না করে যে ধূর্ততা এবং নীচতার পরিচয় দিয়েছে তা তাকে ইতিহাসের আন্তর্কুণ্ডে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ঠাঁই দিয়েছে। আজও দেশদ্রোহীদের উদাহরণ টেনে কথা বললে সবাই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নামটিই উচ্চারণ করে। আর উদ্দীপকের নাজমুল হুদাও একই কাজটি করেছেন। তিনি দেশের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র না করে সবাইকে দেশপ্রেমিক হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, জনাব নাজমুল হুদার বক্তব্য বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফর এবং তার দোসরদের প্রতিই ইজিত করে।

**প্রশ্ন ৬** একজন নবাব মৃত্যুর পূর্বেই ছোট কন্যার ছেলে আবদুর রহমানকে তার রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন বাংলার একজন স্বাধীন নবাব। আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণের ফলে তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। বাংলার মসনদে আরোহণের পর থেকে নানা কারণে তিনি ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

◀/শিখনকল্প: ৩

- ক. কত সালে নবাব আলীবর্দী খাঁ পরলোকগমন করেন? ১  
খ. ঘসেটি বেগমের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ইজিতবহ নবাব কীভাবে বাংলার সিংহাসন লাভ করেন— বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইজিতবহ নবাবের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৬নং প্রশ্নের সমাধান

**ক** নবাব আলীবর্দী খাঁ ১৭৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

**খ** ঘসেটি বেগম ওরফে মেহেরুন্নেছা ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের বড় মেয়ে এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার খালা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল নাওয়াজিস মুহাম্মদ খান।

১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করলে ঘসেটি বেগম নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এছাড়া তিনি মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখের সাথে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই ক্ষমতা লিঙ্গু মহিলার ষড়যন্ত্রের কারণে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করেছিল। তবে এই ঘসেটি বেগম করুণ মৃত্যুর শিকার হন।

**গ** উদ্দীপকে ইজিতবহ নেতার সাথে আমার পঠিত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাদৃশ্যতা বিদ্যমান।

নবাব আলীবর্দী খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তার দুই জামাতার মৃত্যু হয়। ফলে তিনি প্রিয় দৌহিত্র অর্থাৎ আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ফলশ্রুতিতে, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নানার মৃত্যুর পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন।

মাতামহের অত্যধিক স্নেহে লালিত হয়েছিলেন বলে বাস্তব জীবনের কুটিলতা ও রাজনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। এজন্য সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এমনকি তিনি আপন খালা ঘসেটি বেগম ও খালাতো ভাই শওকত জঙের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এছাড়া প্রধান সেনাপতি ও বকশী মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ প্রমুখ নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। যা নতুন নবাবকে এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল। ফলে ক্ষমতারোহণ সহজভাবে হলেও ক্ষমতার ভিত মজবুত করা ছিল নবাবের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

**ঘ** উদ্দীপকের ইজিতবাহী নবাব অর্থাৎ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের বহুবিধ কারণ লক্ষ করা যায়।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা যখন বাংলার মসনদে আরোহণ করেন, তখন অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নতুন নবাবকে উপঢৌকন পাঠিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা এটা করেনি। এতে নতুন নবাবের প্রতি ইংরেজদের অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এছাড়া পূর্ণিয়ার শাসন কর্তার পুত্র শওকত জঙ এবং ঘসেটি বেগম সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকলে ইংরেজরা নবাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সমর্থন করে। এজন্য সিরাজ-উদ-দৌলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তাছাড়া নবাব আলীবর্দী খানের সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করে এবং নবাবকে কর প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। ফলে নবাবের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অধিকন্তু রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা কলকাতায় আশ্রয় দান করে। আর নবাব ধন-রত্নসহ কৃষ্ণদাসকে ফেরত চাইলে ইংরেজরা তাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করায় তাদের সাথে নবাবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আর কোম্পানির কর্মচারীদের দস্তকের অপব্যবহারের প্রতিবাদে নবাব কোনো সাড়া না পাওয়ায় ইংরেজদের সাথে নবাবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া

নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। যার ফলে নবাবের সাথে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয় এবং নবাব ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা জুন ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। এভাবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের পথ সৃষ্টি হয়।

**প্রশ্ন ৭** মিদার দুলাল চৌধুরীর পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন তার দৌহিত্র রাজীব চৌধুরীকে। দুলাল চৌধুরীর মৃত্যুর পর রাজীব জমিদারি লাভ করেন। কিন্তু তার আত্মীয়স্বজনসহ কিছু কুচক্রীমহল তাকে জমিদার হিসেবে মানতে রাজি হয়নি। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সুযোগে বিদেশি একদল বণিক নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ফলে বিদেশিদের সঙ্গে জমিদার রাজীব চৌধুরীর সংঘর্ষ শুরু হয়। রাজীব চৌধুরীর প্রধান সেনাপতিসহ কয়েকজন সেনাপতি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ফলে যুদ্ধে রাজীব চৌধুরী পরাজিত হন। যুদ্ধশেষে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. কোন নাবিক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন? ১
- খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কা-দা-গামা।

**খ** রবার্ট ক্লাইভের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার উপমহাদেশে আগমন করে এ অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে শাসন ব্যবস্থা সরাসরি গ্রহণের ভয়াবহতার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বৈতশাসন নীতি প্রবর্তন করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় তিনি দেশীয় নবাবের হাতে নেয়ামত শাসনের ক্ষমতা অর্পণ করেন।

**গ** উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের পলাশী যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আশ্রয়স্থানে পলাশী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য বিবর্তনের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা। ইংরেজ প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাথে ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধিভঙ্গের অভিযোগে এলে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু নবাব ইংরেজদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন। তিনি ৩৫ হাজার পদাতিক এবং ১৫ হাজার অশ্বরোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েন করলেন। নবাবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং দেশপ্রেমিক মোহনলাল ও মীরমদন প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। সেনাপতি মোহনলাল ও সিনফ্রে প্রাণপণ যুদ্ধ করে যখন নবাব বাহিনীর বিজয় এক প্রকার নিশ্চিত তখন মীর জাফরের পরামর্শে নবাব যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন, যা ছিল ক্লাইভের ষড়যন্ত্র। যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় নবাবের সৈন্যগণ যখন রণ ভঙ্গা দিয়ে বিশ্রামে রত, এমনি মুহূর্তে ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ করে নবাবের সৈন্য বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেন। এ যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন।

ইতিহাসে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার এ যুদ্ধ পলাশী যুদ্ধ বলে সুপরিচিত।

**ঘ** ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ উপমহাদেশে মর্যাদাসমূহের মাঝে অন্যতম। এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পতন ঘটলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর ইংরেজদের তীব্রদারবুপে নতুন নবাবের স্থলাভিষিক্ত হন এবং বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়।

তৃতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের নিকট থেকে নগদ পৌনে এক কোটি টাকা এবং কলকাতায় দক্ষিণে চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারি লাভ করে।

চতুর্থত, এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে এবং দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

পঞ্চমত, পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজগণ বাংলাসহ দক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশে সম্পদ আহরণ করে ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে।

ষষ্ঠত, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে তারা নবাব নিয়োগকারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং নবাবের বিনিময়ে মীর জাফরের নিকট থেকে শূণ্য ক্লাইভই ৩,৩৪,০০০ পাউন্ড লাভ করে। পরিশেষে ইংরেজগণ ১৭৫৭ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়।

**প্রশ্ন ৮** ইরাকের তৈল হস্তগত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে যুদ্ধের কারণ হিসেবে তারা দেখাতে চেষ্টা করে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের নিকট পরমাণু অস্ত্র মজুত রয়েছে। যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেন পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। নিজ খামারবাড়িতে তিনি ধরা পড়েন। প্রহসনমূলক আইনে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্রদার হামিদ কারজাই-এর সরকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে দেওয়ানি লাভ করে? ১
- খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে ইরাক যুদ্ধের ঘটনাটিতে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত ঘটনার ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ করে।

**খ** রবার্ট ক্লাইভের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার উপমহাদেশে আগমন করে এ অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে শাসন ব্যবস্থা সরাসরি গ্রহণের ভয়াবহতার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বৈতশাসন নীতি প্রবর্তন করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় তিনি দেশীয় নবাবের হাতে নেয়ামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করে কোম্পানির ওপর রাজস্ব ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

**গ** উদ্দীপকে ইরাক যুদ্ধের ঘটনাটিতে পাঠ্যবইয়ের পলাশীর যুদ্ধের ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার স্বাধীন নবাব আলীবর্দী খান তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার করলে এতে নবাবের আপনজনরা

বুঠ হয়। তারা এবং প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বাংলার এ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে কলকাতায় দুর্গ স্থাপন করে বিনা শুল্ক বাণিজ্য করতে শুরু করে। নবাবের কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা পালন না করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য সেনাপতি মীরজাফর আলী খানের সাথে চক্রান্ত করে নবাবকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যার ফলে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধে নবাব পরাজিত হয়। পরবর্তীতে তারা মোহাম্মাদী বেগ কর্তৃক নবাবকে হত্যা করে এবং তাদের অনুগত মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামিদ কারজাইয়ের সহযোগিতায় সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেন পরাজিত হলে তাকে প্রহসনমূলক আইনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবদার হামিদা কারজাই এর সরকার শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইরাক যুদ্ধের ঘটনাটি পলাশী যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

**ঘ** উক্ত ঘটনার অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরেজ কোম্পানির বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত করার ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী—

প্রথমত, পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মীরজাফর এ যুদ্ধের মাধ্যমে নামে মাত্র নবাব হলেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে গেল ইংরেজদের হাতে।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও বাংলার রাজনীতিতে তাদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়।

চতুর্থত, ইংরেজরা এ যুদ্ধের ফলে বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে আর এদেশীর বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

পঞ্চমত, একচেটিয়াভাবে ভারতবর্ষের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।

ষষ্ঠত, ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এ যুদ্ধের ফলে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির মর্যাদা ও বৃদ্ধি পায়।

মূলত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগ শেষে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ কর্মকর্তারা বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয় যা পরবর্তীতে তাদের ভারতবর্ষব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হয়েছিল।

**প্রশ্ন ৯** ইংরেজ কোম্পানি চীনের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যান্টনে তাদের বাণিজ্য শুরু করে। চীনা ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধের জন্য সোচ্চার হলে চীন সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাঁধে। এ দ্বন্দ্ব একপর্যায়ে যুদ্ধে রূপ নেয়, যা আফিমের যুদ্ধ নামে খ্যাত। চীন পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

◀ **সিদ্ধান্ত:** ৪

- |   |   |
|---|---|
| ক. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?   | ১ |
| খ. পলাশীর যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে বক্সারের যুদ্ধের কোন কারণের সাদৃশ্য রয়েছে? কারণটি ব্যাখ্যা কর। | ৩ |

ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফলের সাথে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**খ** নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলাফলস্বরূপ পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইংরেজ বণিকরা নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এছাড়া দুর্গ নির্মাণ বিষয়ে নবাবের নিষেধ না মানা, বাণিজ্যসংক্রান্ত আদেশ অমান্য করা, কলকাতায় কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়দান, ইংরেজদের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ, অষ্টাদশ শতকের বাংলার কলুষিত রাজনীতি প্রভৃতি কারণে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লেখিত আফিমের যুদ্ধের সাথে ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের বাণিজ্যিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের দ্বন্দ্ব তথা বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হবার পেছনে বাণিজ্যিক কারণ ছিল অন্যতম। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়রের এক ফরমানবলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিনা শুল্ক বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। দস্তকে উল্লেখ ছিল, কোম্পানি কেবল দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য বা অন্যান্য মালামাল ক্রয় করতে পারবে। তবে কোম্পানির অসাধু কর্মচারীরা দস্তকের অপব্যবহার শুরু করে। মীর কাশিম ইংরেজ বণিকদের দস্তকের অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করতে না পেরে দেশি-বিদেশি সব বণিকের ওপর থেকেই শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে তার রাজস্বের ক্ষতি হয় হলেও ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইংরেজ কোম্পানি চীনে বাণিজ্য শুরু করে। চীনা ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধের জন্য সোচ্চার হয়। ফলে চীনা সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাঁধে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিমের যুদ্ধের সাথে বক্সারের যুদ্ধের বাণিজ্যিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধ অর্থাৎ আফিমের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনায় বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল আরো সুদূরপ্রসারী।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, চীনা সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে আফিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

অন্যদিকে, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং মুঘল সম্রাট সম্মিলিতভাবে ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হন।

ফলে ইংরেজদের প্রভাব ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তারা সব বাণিজ্যিক সুবিধা ফিরে পায়। বিভিন্ন শর্তারোপ করে মীর জাফরকে পুনরায় ক্ষমতায় বসানো হলেও প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে স্বীয় রাজ্য ফিরে

পেলেও তার কাছ থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দুটি কেড়ে নেয়।

ফলে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রবার্ট ক্লাইভ আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির সম্রাট কর্তৃক বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। ফলে বাংলার ওপর ইংরেজ অধিকার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে আর কোনো বাধা থাকে না।

উদ্দীপকে আফিমের যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক

আধিপত্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধের ফলেই বাংলার স্বাধীন নবাব আমলের প্রকৃত অবসান ঘটে।

সূতরাং, উল্লেখিত দুই যুদ্ধের ফলাফলের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায়, আফিমের যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল বেশি সুদূরপ্রসারী।

**প্রশ্ন ▶ ১০** প্রফেসর রহমান শ্রেণিকক্ষে ইতিহাস বিষয়ে পাঠদানকালে বাংলাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা বিষয়ে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন যে, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমেই বাংলায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। এর পূর্ণতা লাভ করে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয় দিয়ে। বক্সারের যুদ্ধ ব্রিটিশ ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করে। এ ছিল ভারতের ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার শেষ যুদ্ধ। বক্সারের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ, আর পলাশীর যুদ্ধ ছিল ষড়যন্ত্রের যুদ্ধ। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয় এবং এ যুদ্ধে জয়লাভ এদেশে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তীকালে যে সকল যুদ্ধ হয়, সেগুলো ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর রহমান বিভিন্ন মনীষীর উক্তি উল্লেখ করেন। স্যার জেমস স্টিফেন বলেন, “ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান হিসাবে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।” ঐতিহাসিক মজুমদার, রায় চৌধুরী ও দত্ত বলেন, “পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা মীর কাসিমের সাথে সংঘর্ষ বাংলার বিজেতা হিসেবে ইংরেজদের দাবিকে প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করে।”

◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

- ক. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে কী জান? ১
- খ. পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফরের ভূমিকা কী ছিল? ২
- গ. “ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান হিসেবে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।” স্যার জেমস স্টিফেনের এ উক্তির আলোকে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৩
- ঘ. “বক্সারের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ, আর পলাশীর যুদ্ধ ছিল প্রহসনের যুদ্ধ।” প্রফেসর রহমানের এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ভারতবর্ষে ব্যবসাবাগিজের উদ্দেশ্যে সবশেষে আগমন করে ফরাসিগণ। তবে তারা ইংরেজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল।

**খ** ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার সেনাপতি মীরজাফর আলী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

রবার্ট ক্লাইভের সাথে গোপন চুক্তি অনুসারে পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও তিনি নবাবের সাথে কুরআনের শপথ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ইংরেজদের সমর্থন করেন। মীরজাফরের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই পলাশীর আত্মকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত স্যার জেমস স্টিফেনের উক্তিটি হচ্ছে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান হিসেবে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। বক্সারের যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে নবাব মীর কাসিমের সকল আশা ভরসা নির্মূল

হলো এবং ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। এ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এছাড়া বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজদের শুধু বাংলাদেশেই দৃঢ় স্থায়িত্ব দান করেনি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও তাদের আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করে। আর বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সম্মিলিত শক্তির মোকাবিলা করতে হয় এবং এ যুদ্ধে জয়লাভ এদেশে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাই বলা যায় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সুদৃঢ়ীকরণে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

**ঘ** উদ্দীপকের প্রফেসর রহমানের উক্তি অর্থাৎ বক্সারের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ আর পলাশীর যুদ্ধ ছিল প্রহসনের যুদ্ধ।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা মীরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার মসনদে উপবিষ্ট করেন। ১৭৬৩ সালে পুনরায় মীরজাফরকে ক্ষমতায় বসান। ইংরেজ ও মীরজাফরের মিলিত বাহিনী মীর কাসিমকে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সেতি ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত করলে তিনি মুজোরে আশ্রয় নেন এবং পরে পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানেও ইংরেজগণ ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাকে পরাজিত করেন। পরে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর বক্সারের প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেন। অপরদিকে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো বক্সারের নিকট মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধ করেন। এ যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পলায়ন করেন। আর দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবে বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণতা লাভ করে। অপর দিকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ ছিল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের একটি খাত বিশেষ। এ যুদ্ধকে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ বলা যায় না। কেননা নবাবের মূল সেনাবাহিনী ও প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তারা ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে। নবাবের একনিষ্ঠ সেনাপতি মীরমদন ও মহনলাল প্রাণপণ যুদ্ধ করেও নবাবের পরাজয়কে রোধ করতে পারেনি। এছাড়া রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজভল্লব, ঘসেটি বেগম, শওকত জং প্রমুখও নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ইংরেজদের দিকে ঝুঁক পড়ে। ফলে বিনা যুদ্ধেই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিজয় সূচিত হয়েছিল।

**প্রশ্ন ▶ ১১** লংকার রাজা রাবণের রাক্ষসপুরী অত্যন্ত সুরক্ষিত। কিন্তু রাবণের ভাই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সাথে হাত মেলায়। সে শত্রুপক্ষের লক্ষণকে রাক্ষসপুরীতে প্রবেশের গোপন পথের কথা বলে দেয়। ফলশ্রুতিতে রাবণ পরাজিত হয়। স্বাধীনতা হারায় লংকা আর পরিবর্তিত হয় ইতিহাসের গতিপথ। লংকাবাসীকে এ বিশ্বাস ঘাতকতার ফলাফল ভোগ করতে হয়েছিল বহু বছর।

◀ *শিখনফল: ৩*

- ক. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? ১
- খ. অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে কেন কাল্পনিক আখ্যা দেয়া হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় বিভীষণের কাজের সাথে বাংলার ইতিহাসের কোন ব্যক্তির কাজের মিল রয়েছে? তোমার পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলার ইতিহাসে এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

#### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা।



**খ** ইংরেজ গভর্নর হলওয়ের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজদের উত্তেজিত করার জন্য যে মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করেন, তাই ইতিহাসে ‘অন্ধকূপ হত্যা’ নামে পরিচিত। অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে কাল্পনিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এ অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ১৮’×১৪.৫’ আয়তনের কোনো কক্ষে ১৪৬ জন মানুষ ধারণ করতে পারে না। ১৪৬ জন মানুষকে পুস্তকের মতো পর পর সাজিয়ে রাখলেও উক্ত আয়তনের কক্ষে আটানো যাবে না। এসব কারণেই অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীকে কাল্পনিক বলা হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় বিভীষণের কাজের সাথে বাংলার ইতিহাসের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরের কাজের মিল রয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত রাবণের ভাই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সাথে হাত মেলায়। যে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যকে রাক্ষসপুত্রীতে প্রবেশের গোপন পথের কথা বলে দেয়-এ ঘটনা পাঠ্যবইয়ের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরের কথা মনে করিয়ে দেয়। মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য ইংরেজদের সহায়তা কামনা করলে ইংরেজরা সানন্দে এ যড়যন্ত্রে অংশ নেয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সকালে যুদ্ধ শুরু হলে মীর মদন ও মোহন লালের অধীনস্থ সেনারা বীর বিক্রমে ইংরেজ বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে থাকে। মীরজাফর তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধে মীর মদন নিহত হওয়ার পর নবাব মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ করলে মীরজাফর নবাবকে ভুল পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ জানান। নবাবের আদেশে মোহন লাল ও সিন্ধু যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। এতে নবাবের আশু বিজয়ের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় এবং অবশেষে নবাব পরাজিত হন।

**ঘ** এখানে বাংলার ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরের কথা বলা হয়েছে এবং তার বিশ্বাসঘাতকার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের রাজদণ্ডে অভিযুক্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে নামমাত্র নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা থেকে যায় ইংরেজদের হাতে। নবাব ইংরেজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে বাধ্য হওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের ফলে বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্য ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়। ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের বাজারে পরিণত হয়। এর ফলে ইংরেজরা ভারতবর্ষে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং পরবর্তী ১৯০ বছর তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়। তাই বলা যায় যে, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী।

**প্রশ্ন ১২** সেলিম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পড়ে জানতে পারে একটি দেশে রাজা সিংহাসন আরোহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী দেশের সব বিদেশি বণিক সংঘ তাকে উপটোকন পাঠালেও ‘ক’ সংঘ উপটোকন পাঠায়নি। উপরন্তু সম্রাটের আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করে। আর সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী পিতা ও পুত্র ‘ক’ সংঘের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (দুর্ভিক্ষ) কখন হয়?

১

খ. ওলন্দাজ কারা? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে সেলিমের পড়া ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতীয় উপমহাদেশের কোন যুদ্ধের কারণ ফুটে উঠে? নিবূর্ণণ কর। ৩  
ঘ. ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে উক্ত যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে।

**খ** হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডসের অধিবাসীরা ওলন্দাজ হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের সাফল্য ওলন্দাজদের ইউরোপীয় আকৃষ্ট করে। তারা পর্তুগিজ আগমনের প্রায় শতবছর পর ভারতবর্ষে আগমন করেছিল। ১৬০২ সালে ডাচ বা ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতে আসে এবং কালিকট ও নাগানড্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। স্বীয় তারা ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে। ১৭৫৯ সালে বিদ্যার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওলন্দাজরা বুঝতে পারে যে, ইংরেজদের সাথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এর ফলে ১৮০৫ সালে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় চলে যায়।

**গ** উদ্দীপকের সেলিমের পড়া ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতীয় উপমহাদেশের পলাশীর যুদ্ধের কারণ ফুটে উঠে। উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের সব বিদেশি বণিকসংঘ রাজাকে উপটোকন দিলেও ক’ সংঘ উপটোকন পাঠায়নি। তারা সম্রাটের আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করে। এসব ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের কারণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সিরাজ-উদ-দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অপরাপর ইউরোপীয় বণিকগণ উপটোকনসহ তাকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। এ স্বীকৃতি উপেক্ষা করা ছিল নবাবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। নবাব এতে প্রচণ্ড অপমানবোধ করেন এবং ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। ইউরোপীয়গণ নবাব আলীবর্দী খানের সময় অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়নি। নবাব দুর্গ নির্মাণকে তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি হুমকি মনে করে তা নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজরা আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করে। এছাড়াও বাণিজ্য সংক্রান্ত নবাবের আদেশ অমান্য করা, কলকাতায় কুক্ষদাসকে আশ্রয়দান, ইংরেজদের সন্ধি ভঙ্গ প্রভৃতি কারণেই পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**ঘ** উক্ত যুদ্ধ বলতে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পলাশীর যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের রাজদণ্ডে অধিষ্ঠিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং এরই সূত্রধরে পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা বিভাজিত হয়ে দ্বৈত শাসনের সূত্রপাত হয়। মীরজাফর নামমাত্র নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা থেকে যায় ইংরেজদের হাতে। নবাব ইংরেজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে বাধ্য হওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের ফলে বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্য ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়। ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। নবাবের পরাজয়ের পথ অনুসরণ করেই ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং পরবর্তী ১৯০ বছর তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।



**প্রশ্ন ১৩** ইংরেজ কোম্পানি চীনের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যান্টনে তাদের বাণিজ্য শুরু করে। চীনা ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধের জন্য সোচ্চার হলে চীনা সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাধে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রূপ নেয় যা অফিমের যুদ্ধ নামে খ্যাত। চীন পরাজিত হলে সন্ধি করতে বাধ্য হয় ও ইংরেজদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে। **পৃষ্ঠা ৪**

- ক. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
- খ. পলাশীর যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে বক্সারের যুদ্ধের কোন কারণের সাদৃশ্য রয়েছে? কারণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চীনের পরাজয়ের ফলাফলের সাথে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**খ** ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে পলাশীর প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাকে পলাশীর যুদ্ধ বলা হয়।

পলাশীর যুদ্ধ সংঘটনের পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান রয়েছে। ইংরেজ বণিকগণ নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। এছাড়া দুর্গ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে নবাবের আদেশ অমান্য করা, বাণিজ্যসংক্রান্ত আদেশ অমান্য, কলকাতায় কৃতদাসকে আশ্রয়দান, ইংরেজদের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ, অষ্টাদশ শতকের বাংলার কলুষিত রাজনীতি প্রভৃতি কারণে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**গ** উদ্দীপকের সাথে বক্সারের যুদ্ধের বাণিজ্যিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ পাঠ্যবইয়ের বক্সারের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মীর কাসিম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজদের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে তাদের প্রতিহত করা যাবে না। ফলে ইংরেজরা একদিন বাংলা তথা ভারতবর্ষের জন্য বিধাতা হয়ে উঠবে। ইংরেজদের প্রতি মিত্রতাবন্ধ সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। প্রশাসনকে সকল প্রকার ইংরেজ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং একে সুরক্ষিত করেন। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইংরেজদের ব্যবসা করার যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তারা সেগুলোর অপব্যবহার করা শুরু করে। দস্তক নামক ছাড়পত্রের ফলে দেশি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। সেকারণে নবাব সবার জন্য এক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আন্তঃবাণিজ্য সব শুল্ক উঠিয়ে দেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া লাভজনক ব্যবসায় অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে নবাব কোনো রকম আপস করতে না চাইলে ইংরেজদের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

**ঘ** চীনের পরাজয়ের ফলাফলের সাথে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, চীন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম পরাজিত হলেও কিছু বৈসাদৃশ্যের কোনো সন্ধি স্থাপন করেননি। পরবর্তীতে অবশ্য উপায়ান্তর না দেখে অযোধ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় চীন শুধু ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে দেয় কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম পরাজিত হলে বাংলায় ইংরেজরা সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। বক্সারের যুদ্ধের ফলে মীর কাসিম ক্ষমতাচ্যুত হন এবং মীর জাফর পুনরায় ক্ষমতায়

বসেন। নানা শর্ত আরোপ করে মীর জাফরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ইংরেজরা সকল বাণিজ্যিক সুবিধা ফিরে পায়। বক্সারের যুদ্ধে পরবর্তী সময়ে দেওয়ানি লাভের পর বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর ইংরেজ কোম্পানি এবং বণিকদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের প্রকৃত অবসান ঘটে। পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত চীনের পরাজয়ের ফলাফলের সাথে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

**প্রশ্ন ১৪** রাইমা ও রিয়া এক বিদেশি শক্তির সাথে বাংলার সর্বশেষ নবাবের যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কথা বলছিল। রাইমা রিয়াকে বলে, দূরদর্শী, স্বাধীনচেতা, প্রজাহিতৈষী একজন নবাব একবার বিদেশি শক্তির নিকট পরাজিত হওয়ার পরও হতাশ না হয়ে নতুন করে শক্তি-সাহস সঞ্চয় করে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হন। রিয়া রাইমার সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে এই পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ভারের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। **পৃষ্ঠা ৪**

- ক. ক্লাইভ কত সালে দেশে ফিরে যান? ১
- খ. সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি পত্রে ইংরেজদের কী কী সুবিধা দেয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে রাইমা কোন যুদ্ধের প্রতি ইজিত করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উক্ত যুদ্ধের ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ'—মতামত দাও। ৪

### ১৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ক্লাইভ ১৭৬৭ সালে স্বদেশে ফিরে যান।

**খ** ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি পত্রে ইংরেজদের বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিনা শুল্ক অব্যাহত বাণিজ্য করার সুবিধা দেয়া হয়।

পাশাপাশি তারা নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনেরও অধিকার লাভ করে। এ ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনাকাটা বলে মন্তব্য করেছেন। এ অধিকার লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়।

**গ** উদ্দীপকে রাইমা বক্সারের যুদ্ধের প্রতি ইজিত করেছেন।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মীর কাসিম বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুজেরে রাজধানী স্থানান্তর, দস্তকের অপব্যবহার নিষিদ্ধ ও কামান-বন্দুক তৈরির ব্যবস্থা নেন। ফলে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করেন। কিন্তু মীর কাসিম হতাশ না হয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হন। এই যুদ্ধের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ভারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রাইমা বক্সারের যুদ্ধের প্রতি ইজিত প্রদান করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বক্সারের যুদ্ধের প্রতি ইজিত দেওয়া হয়েছে। বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির হাতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলার সার্বভৌমত্ব আংশিক ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যাহত হয়। ফলে উপমহাদেশে ইংরেজদের

প্রভাব-প্রতিপত্তি-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান। দিল্লির সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে। মীর কাসিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন এবং ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আর এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজদের আইনগত অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতাসালী হয়ে উঠতে থাকে। বক্সারের যুদ্ধের প্রভাব উপমহাদেশে পরিপূর্ণ পরাধীনতা এনেছিল।

তাই বলা যায় যে, বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** কিশোর এবং মাহিন বাংলার নবাবি শাসনের করুণ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মীরজাফর পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারি ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাহিন বলল, পুতুল মীরজাফরকে একদিন সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিল ইংরেজরা। কিশোর বলল, তারপর চুক্তি করে মীর কাসিমকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসাল। কিন্তু স্বাধীনচেতা মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এভাবে বাংলার বৃকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ক. মুর্শিদকুলী খান কত সালে সুবাদারি লাভ করেন? ১  
খ. সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যার ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২  
গ. নবাবি শাসনের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উদ্দীপকে কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. ‘এভাবে বাংলার বৃকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।’— কিশোরের এ বক্তব্যটি পর্যালোচনা করো। ৪

#### ১৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ সালে সুবাদারি লাভ করেন।

**খ** মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলে নবাব পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং অবশেষে স্ত্রী লুৎফুননেসা ও কন্যাকে নিয়ে নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজমহলের পথে ভগবানগোলায় ধৃত ও বন্দি হন। তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আর এভাবেই দেশপ্রেমের পরাজয় হলো।

**গ** নবাবি শাসনের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উদ্দীপকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরবর্তী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য কার্যত অস্তমিত হয়। ইংরেজরা এ সময় রাজ্যের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে ফলে রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে মীরজাফর ইংরেজদের চাহিদামতো অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজরা মীরজাফরকে সরিয়ে মীর কাসিমকে নবাব বানালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। পরবর্তীকালে নবাব মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পরাজিত হলে ইংরেজরা বাংলার মূল শাসকে পরিণত হয়।

এছাড়া পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দায়িত্ব মীরজাফরকে প্রদান করায় কৃতজ্ঞ মীরজাফর ইংরেজদের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক কোটির বেশি অর্থ প্রদান করে। আবার ইংরেজ বণিকগণ বিনাশুল্ক এ অঞ্চলে বাণিজ্যের সুযোগ পেলে ইংরেজদের তোপে দেশীয় বণিকগণ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মীরজাফর ইংরেজদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মীর কাসিমকে নবাব বানানো হয়। এ সময় মীর কাসিম যোগ্য শাসক হিসেবে রাজ্যের বিশাল ক্ষতি বুঝতে পারলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে কিশোর বাংলা সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্যই করেছে। কারণ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর বাংলার ভাগ্যাকাশে অন্ধকার নেমে আসে।

মীরজাফরের ব্যর্থতায় রুষ্ট হয়ে কোম্পানি তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার নবাব হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। ইংরেজরা এতে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাকে সরানোর চেষ্টা করলে ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হন।

মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইংরেজরা অনেক সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দ্বিতীয়বারের মতো মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীরজাফরের মৃত্যু হলে ১৭৬৫ সালে তার পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে ইংরেজরা বাংলার মসনদে বসায়। তার সাথে চুক্তি হয় বাংলার সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতা থাকবে ‘নিয়েব-ই-নাজিম’ উপাধিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার হাতে। তার নিয়োগ বা অপসারণ করার পুরো ক্ষমতা থাকবে ইংরেজদের হাতে। নবাব নামেমাত্র শাসনকর্তা থাকবেন। এভাবে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ক্রমেই ডুবে যায়।

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে এসে সূচত্বর ইংরেজরা প্রথমে কুঠি স্থাপন করে তারপর ধীরে ধীরে এদেশের শাসনক্ষমতা হস্তগত করে এদেশের শাসনকর্তা বনে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ‘এভাবে বাংলার বৃকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়’— কিশোরের এ বক্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

**প্রশ্ন ▶ ১৬** ইতিহাস পাঠের প্রতি রাকিবের ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক। তার জানার প্রবল ইচ্ছা কীভাবে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতা গ্রহণ করল? ইতিহাস ক্লাসে রাকিব জানতে পারল বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিমকে ১৭৬৪ খ্রি. বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত করে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসল। এই যুদ্ধ জয়ের ফলেই ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করার পূর্ণ ক্ষমতা ব্রিটিশরা পেল।

◀ পিছনফল: ৪

- ক. পলাশীর প্রান্তর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?  
খ. অন্ধকূপ হত্যা বলতে কী বোঝায়?  
গ. “মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা মনোভাবই ছিল বক্সারের যুদ্ধের প্রধান কারণ।”— এই উক্তিটির আলোকে বক্সারের যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করো।  
ঘ. “উপমহাদেশ ব্রিটিশ শক্তির উত্থানে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ”— স্যার স্টিফেনের এই উক্তির সপক্ষে তোমার যুক্তি উত্থাপন করো।

#### ১৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পলাশী প্রান্তর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

**খ** ইংরেজ লেখক হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি কাহিনী ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত।

এতে বলা হয়, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা দুর্গ আক্রমণ করে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে আটকিয়ে রাখেন। ফলে ১২৩ জন ইংরেজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

**গ** মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা মনোভাবই ছিল বক্সারের যুদ্ধের প্রধান কারণ— এই উক্তিটির আলোকে বক্সারের যুদ্ধের কারণ নিচে আলোকপাত করা হলো:

প্রথমত, মীর কাসিম ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় আসলেও তিনি স্বাধীনচেতা মনোভাবের ছিলেন। এজন্য তিনি ইংরেজদের প্রভাব মুক্ত থাকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল বক্সারের যুদ্ধের অন্যতম কারণ। মীর কাসিম মীর জাফরের ন্যায় পুতুল শাসক হয়ে থাকতে নারাজ ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন আজ হোক কাল হোক ইংরেজ কোম্পানির সাথে যুদ্ধ অনিবার্য। সে কারণে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন এবং তার প্রস্তুতির মধ্যে ছিল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করা। এজন্য তিনি ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে সম্রাট শাহ আলমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি মুরশিদাবাদ থেকে রাজধানী মুজেরে স্থানান্তর করেন এবং সেখানে গোলাবারুদের কারখানা স্থাপন করেন। এভাবে মীর কাসিমের শক্তি বৃদ্ধি ইংরেজরা সন্দেহের চোখে দেখেন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় বণিকদের ক্ষতির প্রতিকারে অসমর্থ হয়ে নবাব মীর কাসিম ইংরেজ ও দেশীয় নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর হতে বাণিজ্যশুল্ক উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপূত না হলে মীর কাসিমকে পদচ্যুত করে শুধুমাত্র দেশীয় বণিকদের শুল্ক দিতে বাধ্য করার নীতি নেন।

**ঘ** “উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানে পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ” — স্যার স্টিফেনের এই উক্তিটি যথার্থ।

প্রথমত, পলাশীর যুদ্ধ ছিল যড়যন্ত্রমূলক কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে উভয়ের শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এই যুদ্ধ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার শেষ যুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ শাসনের যে সূত্রপাত হয় বক্সারের যুদ্ধে তা পূর্ণতা লাভ করে। ঐতিহাসিক ব্রস বলেছেন, “বক্সারের যুদ্ধের উপর উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল।” বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতার শেষ আলোটুকু নিভে যায়।

তৃতীয়ত, বক্সারের যুদ্ধে জয়ের পরই ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং উপমহাদেশে বাণিজ্যের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থত, বক্সারের যুদ্ধের ফলে মীর কাসিম সিংহাসনচ্যুত হন এবং মীর জাফর পুনরায় পুতুল শাসক হিসেবে বাংলার মসনদে বসেন।

পঞ্চমত, এ যুদ্ধের ফলে বাংলার নবাব পদে কে বসবেন এবং নবাব পদ কে হারাবেন তা ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ষষ্ঠত, পলাশীর যুদ্ধে কেবলমাত্র বাংলার নবাব পরাজিত হয় কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলা, অযোধ্যা এবং মুঘল সম্রাট একযোগে পরাজিত হয়।

সপ্তমত, এ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সর্বোপরি, এ যুদ্ধে জয়ের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বণিক থেকে শাসকে পরিণত হয়। অর্থাৎ বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** অনেক জমি-জমার মালিক মি. শামসুদ্দিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করে তার রোগ ভালো করতে পারলেন না। এই সময় এক কবিরাজ তার রোগ ভালো করে দিল। শামসুদ্দিন খুশি হয়ে তাকে ফি দিতে চাইলে কবিরাজ তা গ্রহণ না করে তার ছেলের জন্য দক্ষিণ চরে মাছ ধরার অনুমতি চাইল। সদ্য রোগমুক্ত শামসুদ্দিন বিনা শর্তে চরে মাছ ধরার অনুমতি দিলেন। এই সুযোগে কবিরাজের ছেলে এক সময় সম্পূর্ণ চরই দখল করে নিল।

◀ **শিখনকল:** ৫

- ক. ইংরেজেরা সর্বপ্রথম কোথায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে?
- খ. পর্তুগিজদের পতনের কারণ বর্ণনা করো।
- গ. উদ্দীপকে শামসুদ্দিনের রোগমুক্তির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে চর দখল বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

### ১৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইংরেজরা সর্বপ্রথম সুরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

**খ** পর্তুগিজদের পতনের অন্যতম কারণ হলো, ভারতীয়দের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা।

তারা এদেশে আগমন করে কালক্রমে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে অধিক শুল্ক আদায়, দাস ব্যবসায় লিপ্ত, ভারতীয়দের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ও অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হলে মুঘল সম্রাট শাহজাহান হুগলি থেকে বিতাড়িত করলে তাদের পতন শুরু হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।

**গ** উদ্দীপকে শামসুদ্দিনের রোগমুক্তির সাথে পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৬০০ সালে লন্ডনে একটি বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। অতঃপর ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজগণ প্রধান প্রধান বাণিজ্য কুঠিগুলো লাভ করে বিভিন্ন কৌশলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হয়। ১৭১৫ সালে কোম্পানির পক্ষ থেকে জন সুরম্যান বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অভিপ্রায়ে মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের দরবারে গমন করে। এ সময় সম্রাট ফররুখ শিয়ার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে ইংরেজ চিকিৎসক হ্যানিলটন তাকে সুস্থ করে তোলে। এতে সম্রাট ইংরেজদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ে বিনাশুল্ক ইংরেজদেরকে বাণিজ্যিক সনদ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ইংরেজরা পুরো ভারতবর্ষই দখল করে নিয়েছিল।

উদ্দীপকে ও দেখা যায়, জমির মালিক শামসুদ্দিনকে কবিরাজ সুস্থ করে তুললে খুশি হয়ে কবিরাজকে দক্ষিণচরে মাছ ধরার অনুমতি দেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শামসুদ্দিনের সাথে মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে চর দখল অর্থাৎ ইংরেজদের উপমহাদেশ দখলের বিষয়টি ইংরেজদের কূটকৌশল ও সাম্রাজ্যবাদনীতির পরিচয়কে তুলে ধরে।

ইংরেজগণ ১৬০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করে। অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের বিতাড়িত করে তাদের বাণিজ্য ঘাঁটিগুলো দখল করে ফেলে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতিতে তারা প্রথম সুরাটে বাণিজ্য কুঠি লাভ করে। মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে ইংরেজরা

তাদের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে প্রশস্ত করে। ১৭১৫ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়রের অনুমতিক্রমে বাংলা, বিহার, মুঘাই এবং মাদ্রাজে ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সনদ লাভ করে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করে ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভ করার ফলে তাদের ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার

স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এ যুদ্ধে জয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বণিকরা শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়। পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে এবং বঙ্গারের যুদ্ধের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। বঙ্গারের যুদ্ধে জয়ের ফলে ইংরেজরা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল ক্ষমতা লাভ করে উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়।



## প্রশ্নব্যাংক

### উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ▶ ১৮** তুমার তার বাবার কাছে জানতে পারে যে, ‘ক’ নামক অঞ্চলের ধনসম্পদে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপ থেকে সর্বপ্রথম একটি জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চলে এসে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তারা ‘ক’ অঞ্চলের বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকায় কুঠি গড়ে তোলে। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপকর্ম ও লুটতরাজ করত। ফলে ‘ক’ অঞ্চলের জনৈক জমিদার এ বাণিজ্য সংস্থাকে উক্ত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন।

◀ *শিখনকল্প: ১*

- ক. ইংরেজরা বোম্বাই শহর লাভ করে কত সালে? ১
- খ. ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত দেওয়ানির গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ অঞ্চলের সাথে তোমার পাঠ্যবই— এর কোন অঞ্চলের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘উক্ত অঞ্চলের ধন-সম্পদই অঞ্চলটির করণ্য পরিণতি ডেকে আনে’— বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইংরেজরা বোম্বাই শহর লাভ করে ১৬৬৮ সালে।  
**খ** উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় ১৭৬৫ সালে প্রাপ্ত দেওয়ানির গুরুত্ব অপরিণীম।  
 এটি শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়। এর ফলে নবাব ও সম্রাট উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে যা ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।



**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুগ্রহে যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

**গ** বাংলা অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে আকৃষ্ট হয়ে পর্তুগিজদের এ দেশে আগমন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো।  
**ঘ** বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমনে উৎসাহিত করেছিল। — বিশ্লেষণ করো।

**প্রশ্ন ▶ ১৯** তপু বাংলাদেশের নাগরিক। সে পড়ালেখার জন্য দুই বছর আগে একটি দেশে গমন করেছে। অতীতে সেদেশের একটি বণিক সংঘ রানীর কাছ থেকে বাণিজ্য করার জন্য ১৫ বছর মেয়াদি সনদপত্র নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। তৎকালীন সম্রাটের কাছ থেকে তারা বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ বণিক সংঘ ভারতবর্ষ তাদের অধিকারে নিতে সমর্থ হয়।

◀ *শিখনকল্প: ২*

- ক. ভাস্কা-দা-গামা কত সালে ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন? ১
- খ. ওলন্দাজ বা ডাচ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

- গ. উদ্দীপকে ভারতীয় উপমহাদেশে যে শাসনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. এক সময় ‘উক্ত বণিক দলের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে ফরাসি বণিকদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়’— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৪৯৮ সালে ভাস্কা-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন।  
**খ** ওলন্দাজ বা ডাচ বলতে নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের বোঝায়। প্রাচ্য বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডের একদল বণিক ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে ১৬০২ সালে ভারতবর্ষে আসে। ১৭৫৯ সালে সংঘটিত বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮০৫ সালে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়।  
**গ** ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যাখ্যা করো।  
**ঘ** ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বণিকদের সাথে ফরাসি বণিকদের সংঘর্ষ বিশ্লেষণ করো।

**প্রশ্ন ▶ ২০** সম্প্রতি দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। জনগণও এ প্রসঙ্গে একমত, কিন্তু ভয় হয় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের। তিনি বলেন, এমনই ব্যবসা করতে পশ্চিমারা এই উপমহাদেশে এসেছিল এবং আমাদের সরলতা ও রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগে একসময় ঐ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই এখানকার ভাগ্যবিধাতা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি কোনো আবেগের আশ্রয় না নিয়ে শর্তসাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগ করার পক্ষে মত দেন।

◀ *শিখনকল্প: ১ ও ২*

- ক. বঙ্গারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১
- খ. সিরাজ-উদ-দৌলার মসনদে আসীন হওয়ার পর কী ধরনের প্রশাসনিক রদবল ঘটে? ২
- গ. মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের পশ্চিমাদের সম্পর্কে মন্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত ব্যবসায়ীশ্রেণি এই উপমহাদেশে কীভাবে আগমন করেছে বিশ্লেষণ করো। ৪



**প্রশ্ন ▶ ১** তালেব আলী ও হাসমত মিয়া যৌথভাবে সার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করে। শীঘ্রই তাদের দোকান সংখ্যা দুই থেকে সাত-এ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হাসমত মিয়া ইচ্ছা করেই ঝামেলা সৃষ্টি করে এবং তালেব আলীর সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি বাতিল করে দেয়। ইতোমধ্যে সার ক্রয়-বিক্রয় মালিক সমিতির উর্ধ্বতন পদাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গেও তালেব আলীর বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে হাসমত মিয়া তালেব আলীর দোকানগুলো দখল করে নেয়। অসহায় তালেব আলী অবশেষে ব্যবসায় গুটিয়ে নতুন কিছু করতে বিদেশে চলে যায়।

◀ **শিখনকল্প: ১**

- ক. সম্রাট লুই ‘ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কত টাকা ঋণ দেন? ১
- খ. ইংরেজ কর্মকর্তা জব চার্নকের দূরদর্শিতা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. তালেব আলীর ন্যায় কোন ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. হাসমত মিয়ার মাঝে একটি বিশেষ ইউরোপীয় বণিকদের কূটকৌশল লক্ষণীয়— সত্যতা যাচাই কর। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্রাট লুই ‘ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তিরিশ লক্ষ টাকা ঋণ দেন।

**খ** ইংরেজ কর্মকর্তা জব চার্নক (Job Charnock) ছিলেন দূরদর্শিতাসম্পন্ন মানুষ।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য বৃদ্ধির পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (British East India Company) রাজ্য স্থাপন ও শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৬৮৬ সালে ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষ শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে জব চার্নক ইঙ্গ-মুঘল আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি ১৬৯০ সালে কলকাতার সুতানটিতে ফিরে আসেন এবং তার দূরদর্শিতার ফলেই কলকাতা নগরীর পত্তন হয়। পরবর্তীতে এখানেই গড়ে ওঠে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, যা ইংরেজদের সফলতা অর্জনে বিশেষ সহায়ক ছিল।

**গ** উদ্দীপকের তালেব আলীর ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসা ডাচ বা ওলন্দাজগণ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

ডাচ বা ওলন্দাজগণ ১৬০২ সালে ভারতবর্ষে আসে। তারা ইংরেজদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে এবং রেশমি সুতা, সুতি কাপড়, চাল, ডাল ও তামাক এদেশ থেকে নেওয়া শুরু করে। ইংরেজরা তাদের ব্যবসায়িক উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং কৌশলে তাদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ভেঙে দিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করে। এ সময় বাংলার শাসনকর্তাদের সাথেও ওলন্দাজদের বিরোধ দেখা দেয়। ইংরেজরা এই সুযোগে ওলন্দাজদের

বাণিজ্যিকুঠিগুলো দখল করে নেয়। এতে ভারতবর্ষে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ওলন্দাজগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, তালেব আলী হাসমত মিয়ার সাথে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করে। তার ব্যবসা যখন উন্নতির দিকে ঠিক সেই সময় হাসমত মিয়া তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং ইচ্ছে করেই তার সাথে ব্যবসায়িক চুক্তি বাতিল করে দেয়। এ সময় ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে মালিক সমিতির উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সাথেও তালেব আলীর বিরোধ বাধে। এ সুযোগে হাসমত জোরপূর্বক তালেব আলীর নিজস্ব দোকানগুলো দখল করে নেয়। অসহায় তালেব আলী তখন ব্যবসা গুটিয়ে বিদেশে চলে যায়। ভারতবর্ষে ওলন্দাজদেরও তালেব আলীর মতোই পরিণতি হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, ওলন্দাজগণও তালেব আলীর মতো একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

**ঘ** উদ্দীপকের হাসমত মিয়ার মাঝে বিশেষ ইউরোপীয় বণিক তথা ইংরেজদের কূটকৌশল লক্ষণীয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের পূর্বেই ওলন্দাজদের আগমন ঘটে। ইংরেজরা এদেশে আসার পর ওলন্দাজদের সাথে যৌথবাণিজ্যের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা এই ওলন্দাজদেরকেই কৌশলে এদেশ ছাড়া করে। উদ্দীপকের হাসমত মিয়ার মধ্যে ইংরেজদের এই কূটকৌশল লক্ষণীয়।

ওলন্দাজরা কালিকট, নাগপট্টম, চুঁচুড়া, বাকুরা, বালেশ্বর, কাশিমবাজার এবং বারানগরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তাদের বাণিজ্যও ছিল বেশ রমরমা। এতে ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয় এবং আধিপত্য বিস্তারের নেশায় ওলন্দাজদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে বিরোধে লিপ্ত হয়। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। কিন্তু তারা এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও একক আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর হয়। ওলন্দাজদের সাথে এদেশে শাসকদের বিরোধ বাধলে ইংরেজরা অত্যন্ত কূটকৌশলের আশ্রয়ে ওলন্দাজদের সমস্ত বাণিজ্য কুঠি দখল করে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে।

উদ্দীপকের হাসমত মিয়াও অত্যন্ত কূটকৌশলের মাধ্যমে তালেবকে দেশছাড়া করে। সে তালেবের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি সহ্য করতে না পেরে তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে বিরোধে লিপ্ত হয়। তালেবের সাথে সার বিক্রেতা সমিতির বিরোধ বাধলে সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের হাসমত মিয়ার কাজে ইংরেজ বণিকদের কূটকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে।

**প্রশ্ন ▶ ২** সম্প্রতি দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। জনগণও এ প্রসঙ্গে একমত, কিন্তু ভয় হয় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের। তিনি বলেন, এমনই ব্যবসা করতে পশ্চিমা এই উপমহাদেশে এসেছিল এবং আমাদের সরলতা ও রাজন্যবর্ণের দুর্বলতার সুযোগে একসময় ঐ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই এখানকার ভাগ্যবিধাতা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি কোনো আবেগের আশ্রয় না নিয়ে শর্তসাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগ করার পক্ষে মত দেন।

◀ শিখনফল: ১ ও ২

- ক. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১  
খ. সিরাজ-উদ-দৌলার মসনদে আসীন হওয়ার পর কী ধরনের প্রশাসনিক রদবল ঘটে? ২  
গ. মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের পশ্চিমাদের সম্পর্কে মন্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর, পশ্চিমা ব্যবসায়ীশ্রেণি এই উপমহাদেশে আগমন করেছে ভাস্কা-দা-গামার হাত ধরেই? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

**খ** সিরাজ-উদ-দৌলা ক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রশাসনিক কিছু রদবদল করেন।

নবাব মসনদে আসীন হয়ে বখশীর পদ থেকে মীরজাফরকে অপসারণ করে মীরমদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর পারিবারিক দেওয়ান মোহনলালকে সচিব পদে উন্নীত করেন এবং তাঁকে মহারাজ উপাধিসহ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মোহনলালের পিতৃব্য জনকিরামকে নিজের দিওয়ান নিযুক্ত করেন।

**গ** ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্যগোষ্ঠীর আগমন সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের মন্তব্যটি এ উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং তাদের এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠা ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজগণ সর্বপ্রথম উপমহাদেশে আগমন করে। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কা-দা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজ বণিক দল ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করে। কোচিন ও ক্যানোনে পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় এবং গোয়া, দমন, দিউ, হুগলি প্রভৃতি অধিকৃত হয়। পর্তুগিজদের পরেই ওলন্দাজরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করে। ওলন্দাজগণ সুমাত্রা, জাভা দ্বীপপুঞ্জে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গুজরাট, করমন্ডল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজদের ন্যায় দিনেমারগণও ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে ভারতে আগমন করে। কিন্তু ব্যবসায়ে সুবিধা করতে না পেরে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠিগুলো বিক্রি করে তারা ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশ থেকে চলে যায়। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে ইংরেজ বণিকদের এক বাণিজ্যিক সংঘ গঠিত হয়। তারা ক্রমান্বয়ে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, কালিকট, পাটনা, কাসিমবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠি স্থাপন করে। পরে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতায়

ইংরেজরাই ভারতের সর্বময় অধিকর্তা হয়ে ওঠে। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর স্ত্রী কোলবার্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং মাহবুব সাহেবের মন্তব্যটি যে সঠিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি ভাস্কা-দা-গামার হাত ধরেই পশ্চিমা ব্যবসায়ীশ্রেণি এই উপমহাদেশে আগমন করেছে।

ভাস্কা-দা-গামা ছিলেন একজন দুঃসাহসিক পর্তুগিজ নাবিক। তিনি প্রথম ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নৌপথ আবিষ্কার করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে পশ্চিমা দেশগুলো বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তখন ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া প্রভৃতি নগররাষ্ট্রগুলো এশিয়া মাইনরের শহরগুলোতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেছিল।

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্ক কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে উপমহাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে পড়ে। পর্তুগিজ নাবিক প্রিন্স হেনরির নেতৃত্বে পর্তুগিজগণ আফ্রিকা হয়ে উপমহাদেশে আসার পথ সন্ধান করতে থাকেন এবং ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নাবিক বার্থালামিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসেন। তারই প্রদর্শিত পথে পর্তুগালের রাজা ভাস্কা-দা-গামার নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন এবং এ দীর্ঘ দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার পর ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২০ মে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। তখন থেকে ভারতে পর্তুগিজ শক্তির অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ভাস্কা-দা-গামা কর্তৃক আবিষ্কৃত পথ ধরেই পর্তুগিজ, ডাচ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা এদেশে আসতে থাকে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাস্কা-দা-গামার হাত ধরেই পশ্চিমা ব্যবসায়ী শ্রেণি এই উপমহাদেশে আগমন করেছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩** ভারতের কোনো একটি রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন তিনি। সহজ-সরল অন্তর্করণ ও পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের কারণে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশিরাও। এই বিশ্বাসঘাতকদের কারণে রাজ্য ও জীবন দুটোই হারিয়েছিলেন তিনি।

◀ শিখনফল: ৩

- ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১  
খ. ভারতের মানুষের প্রতি পর্তুগিজদের ব্যবহার কেমন ছিল? ২  
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের মিল রয়েছে- বিদেশিদের সাথে তার সংঘাতের কারণগুলো লেখ। ৩  
ঘ. আলোচ্য সংঘাতের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী-মতামত দাও। ৪



### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আগমন ঘটে পর্তুগিজদের। ভারতের মানুষের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল দমন-নিপীড়নমূলক।

পর্তুগিজরা এ উপমহাদেশে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। সুযোগ পেলেই তারা স্থানীয়দের জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, জুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার করত। পর্তুগিজ সেনারা জোরপূর্বক এদেশের মেয়েদের বিয়ে করত। তাছাড়া পর্তুগিজ জলদস্যুরা এদেশের মানুষদের ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করত।

**গ** উদ্দীপকের শাসকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মিল রয়েছে।

ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সংঘাতের অমনক কারণ ছিল। যেমন, সিংহাসনে আরোহণের পর ইংরেজরা নতুন নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। পাশাপাশি ইংরেজরা কোনো প্রকার উপটোকন প্রেরণ না করে প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে। নবাবের বাণিজ্য শর্ত এবং কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ সংক্রান্ত আদেশও তারা অমান্য করে। উপরন্তু ইংরেজরা তাদের কোম্পানির নামে অনুমোদনকৃত ‘দস্তক’ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবহার করে এবং শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। তাছাড়া আলীনগরের সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে তারা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। একপর্যায়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ঘসেটি বেগম ও শওকত জংকে ইংরেজরা সমর্থন জানালে সজাত কারণেই সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ইংরেজদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে ভারতের একজন শাসকের আলোকপাত করা হয়েছে, যিনি সহজ-সরল অন্তরকরণ ও পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের কারণে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এভাবে বিদেশিদের কাছে তিনি রাজ্য ও জীবন হারান। উদ্দীপকের উক্ত শাসকের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। মূলত ইংরেজদের ঔদ্ভত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডই নবাবের সাথে তাদের সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল।

**ঘ** ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সংঘাত অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী— উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে। যার ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের রাজদণ্ডে অভিযুক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা বিভাজিত হয়ে দ্বৈতশাসনের সূত্রপাত হয়। এ সময় মীর জাফর নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে যায় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা নতুন নবাবের কাছ থেকে পৌনে এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ করে। এছাড়া ইংরেজ সেনাবাহিনীর

মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং নবাবের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখতে বাধ্য করা হয়। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ দক্ষিণাভ্যে ইজা-ফরাসি সংঘাতের গতিপথে প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসিদের বিতাড়নের মাধ্যমে বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্য ইংরেজদের হস্তগত হয়। পাশাপাশি দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধের ফলশ্রুতিতেই ইংরেজরা বাংলায় নৃপতি শ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কালক্রমে তারা পুরো ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

**প্রশ্ন ৪** দেশপ্রেমিক নাজমুল হুদা সব সময়ই বলেন দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র থেকে দেশবাসীকে দূরে থাকতে। তিনি মনে করেন, একসময় বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে মানুষ আগমন করত, আর এই বিদেশি ব্যবসায়ী শ্রেণিই দেশটি একসময় দখল করে নেয়। এর পিছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল আমাদের কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি। এ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এই উপমহাদেশে প্রায় দুইশ বছর বিদেশি শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাই নাজমুল হুদা এ ধরনের কোনোরূপ ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকতে দেশবাসীকে আবেদন জানান।

◀ শিখনফল: ৩

- ক. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতার নতুন কী নামকরণ করেন? ১
- খ. অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে কী জান? ২
- গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, নাজমুল হুদার বক্তব্য মীরজাফর আলী খানসহ তার দোসরদের প্রতি ইজিত প্রদান করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নবাব সিরাজউদ-দৌলা কলকাতার নতুন নাম রাখেন আলীনগর।

**খ** ইংরেজ লেখক হলওরেল কর্তৃক প্রচারিত একটি কাহিনী ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত।

এতে বলা হয়, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা দুর্গ আক্রমণ করে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে আটকিয়ে রাখেন। ফলে ১২৩ জন ইংরেজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

**গ** উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের বর্ণিত পলাশীর যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়। আর এ পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল বাংলার কিছু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারী। উদ্দীপকে মূলত এ বিষয়ের প্রতিই ইজিত করা হয়েছে।



১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সাথে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইতিহাসে তা-ই পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। মসনদে আরোহণের পর তরুণ সিরাজের সাথে ইংরেজদের নানা বিষয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই ইংরেজরা নবাবকে অসম্মান করে। তারা বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল নিয়ম ভঙ্গ করে এবং নবাবের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সহযোগিতা করে। এসব ঘটনায় পলাশী যুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে নবাবের একান্ত বিশ্বস্ত কিছু রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। এক্ষেত্রে সেনাপতি মীর জাফরের নাম ইতিহাসে অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধে নবাবের জয় যখন নিশ্চিত তখন মীরজাফর তার পূর্ব পরিকল্পনা (রবার্ট ক্লাইভকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি) অনুযায়ী নবাবকে যুদ্ধ বন্ধের পরামর্শ দেয়। নবাব যুদ্ধ বন্ধ করলে ধৃত ক্লাইভ বাংলার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু মীর জাফর তাদের প্রতিহত না করে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মানিক চাঁদ প্রমুখ মীরজাফরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মোহনলাল, মীরমদন প্রাণপণ যুদ্ধ করেও নবাবের পরাজয়কে ঠেকাতে পারেনি। উদ্দীপকে মূলত দেশপ্রেমিক নাজমুল মীরজাফরের মতো বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশবাসীকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যা পলাশী যুদ্ধের ইজিতবহ।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি- নামজুল হুদার বক্তব্য পলাশী যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এবং তার দোসরদের ইজিত করে।

পলাশীর যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিয়োগান্তক ঘটনাসমূহের অন্যতম। এ ঘটনার মধ্য দিয়েই বাংলা দুশ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাহুগ্রাসে বন্দি হয়ে পড়ে। আর বাংলার এ বন্দিত্বের মূল কারণ বাংলারই কিছু বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড।

উদ্দীপকে বর্ণিত নাজমুল হোসেনের বক্তব্য পলাশী যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ যুদ্ধে ইংরেজরা সাফল্য লাভ করে বাংলা তথা উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আর ব্রিটিশদের এ সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজাফর। মীরজাফর আর তার দোসররা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাংলাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। এসব দেশদ্রোহীদের চক্রান্তে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নিঃস্ব আর অসহায় হয়ে নির্মম হত্যার শিকার হন। নবাবের সিংহাসনে বসা নিয়ে পূর্ব থেকেই তার আত্মীয় স্বজন এবং একান্ত বিশ্বস্ত কিছু কর্মচারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ঘসেটি বেগম, শওকত জং, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, মীরজাফর প্রমুখ। এরা ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করতে দৃঢ় হয়। ইংরেজদের মিথ্যা আশ্বাসে মীরজাফর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ না করে যে ধূর্ততা এবং নীচতার পরিচয় দিয়েছে তা তাকে ইতিহাসের আন্তর্কুণ্ডে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ঠাঁই দিয়েছে। আজও দেশদ্রোহীদের উদাহরণ টেনে কথা বললে সবাই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নামটিই উচ্চারণ করে। আর উদ্দীপকের নাজমুল হুদাও একই কাজটি করেছেন। তিনি দেশের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র না করে সবাইকে দেশপ্রেমিক হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, জনাব নাজমুল হুদার বক্তব্য বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফর এবং তার দোসদের প্রতিই ইজিত করে।

**প্রশ্ন ▶ ৫** একজন নবাব মৃত্যুর পূর্বেই ছোট কন্যার ছেলে আবদুর রহমানকে তার রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন বাংলার একজন স্বাধীন নবাব। আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণের ফলে তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। বাংলার মসনদে আরোহণের পর থেকে নানা কারণে তিনি ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. কত সালে নবাব আলীবর্দী খাঁ পরলোকগমন করেন? ১
- খ. ঘসেটি বেগমের পরিচয় দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে ইজিতবহ নবাব কীভাবে বাংলার সিংহাসন লাভ করেন— বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ইজিতবহ নবাবের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের সমাধান

**ক** নবাব আলীবর্দী খাঁ ১৭৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

**খ** ঘসেটি বেগম ওরফে মেহেরুন্নেছা ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের বড় মেয়ে এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার খালা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল নাওয়াজিস মুহাম্মদ খান।

১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করলে ঘসেটি বেগম নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এছাড়া তিনি মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখের সাথে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই ক্ষমতা লিপ্সু মহিলার ষড়যন্ত্রের কারণে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করেছিল। তবে এই ঘসেটি বেগম করুণ মৃত্যুর শিকার হন।

**গ** উদ্দীপকে ইজিতবহ নেতার সাথে আমার পঠিত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাদৃশ্যতা বিদ্যমান।

নবাব আলীবর্দী খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তার দুই জামাতার মৃত্যু হয়। ফলে তিনি প্রিয় দৌহিত্র অর্থাৎ আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ফলশ্রুতিতে, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নানার মৃত্যুর পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিরাজউদৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন।

মাতামহের অত্যধিক স্নেহে লালিত হয়েছিলেন বলে বাস্তব জীবনের কুটিলতা ও রাজনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। এজন্য সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এমনকি তিনি আপন খালা ঘসেটি বেগম ও খালাতো ভাই শওকত জঙের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এছাড়া প্রধান সেনাপতি ও বকশী মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ প্রমুখ নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। যা নতুন নবাবকে এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল। ফলে ক্ষমতারোহণ সহজভাবে হলেও ক্ষমতার ভিত মজবুত করা ছিল নবাবের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

**ঘ** উদ্দীপকের ইজিতবাহী নবাব অর্থাৎ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের বহুবিধ কারণ লক্ষ করা যায়।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা যখন বাংলার মসনদে আরোহণ করেন, তখন অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নতুন নবাবকে উপঢৌকন পাঠিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা এটা করেনি। এতে নতুন নবাবের প্রতি ইংরেজদের অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এছাড়া পূর্ণিয়ার শাসন কর্তার পুত্র শওকত জঙ এবং ঘসেটি বেগম সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকলে ইংরেজরা নবাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সমর্থন করে। এজন্য সিরাজ-উদ-দৌলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তাছাড়া নবাব আলীবর্দী খানের সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করে এবং নবাবকে কর প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। ফলে নবাবের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অধিকন্তু রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা কলকাতায় আশ্রয় দান করে। আর নবাব ধন-রত্নসহ কৃষ্ণদাসকে ফেরত চাইলে ইংরেজরা তাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করায় তাদের সাথে নবাবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আর কোম্পানির কর্মচারীদের দস্তকের অপব্যবহারের প্রতিবাদে নবাব কোনো সাড়া না পাওয়ায় ইংরেজদের সাথে নবাবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। যার ফলে নবাবের সাথে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয় এবং নবাব ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা জুন ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। এভাবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের পথ সৃষ্টি হয়।

**প্রশ্ন ▶ ৬** মিদার দুলাল চৌধুরীর পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন তার দৌহিত্র রাজীব চৌধুরীকে। দুলাল চৌধুরীর মৃত্যুর পর রাজীব জমিদারি লাভ করেন। কিন্তু তার আত্মীয়স্বজনসহ কিছু কুচক্রীমহল তাকে জমিদার হিসেবে মানতে রাজি হয়নি। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সুযোগে বিদেশি একদল বণিক নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ফলে বিদেশিদের সঙ্গে জমিদার রাজীব চৌধুরীর সংঘর্ষ শুরু হয়। রাজীব চৌধুরীর প্রধান সেনাপতিসহ কয়েকজন সেনাপতি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ফলে যুদ্ধে রাজীব চৌধুরী পরাজিত হন। যুদ্ধশেষে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

◀ **শিখনফল: ৩**

- |  |   |
|--|---|
| ক. কোন নাবিক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন?                  | ১ |
| খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বুঝ?                                    | ২ |
| গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।                           | ৪ |

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কা-দা-গামা।

**খ** রবার্ট ক্লাইভের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার উপমহাদেশে আগমন করে এ অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে শাসন ব্যবস্থা সরাসরি গ্রহণের ভয়াবহতার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বৈতশাসন নীতি প্রবর্তন করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় তিনি দেশীয় নবাবের হাতে নেয়ামত শাসনের ক্ষমতা অর্পন করেন।

**গ** উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের পলাশী যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আশ্রয়কাননে পলাশী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য বিবর্তনের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা। ইংরেজ প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাথে ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ এলে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু নবাব ইংরেজদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন। তিনি ৩৫ হাজার পদাতিক এবং ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েন করলেন। নবাবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং দেশপ্রেমিক মোহনলাল ও মীরমদন প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। সেনাপতি মোহনলাল ও সিনফ্রে প্রাণপণ যুদ্ধ করে যখন নবাব বাহিনীর বিজয় এক প্রকার নিশ্চিত তখন মীর জাফরের পরামর্শে নবাব যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন, যা ছিল ক্লাইভের ষড়যন্ত্র। যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় নবাবের সৈন্যগণ যখন রণ ভঙ্গ দিয়ে বিশ্রামে রত, এমনি মুহূর্তে ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ করে নবাবের সৈন্য বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেন। এ যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন।

ইতিহাসে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার এ যুদ্ধ পলাশী যুদ্ধ বলে সুপরিচিত।

**ঘ** ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ উপমহাদেশে মর্মান্তিক ঘটনাসমূহের মাঝে অন্যতম। এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রথমত, পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পতন ঘটলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর ইংরেজদের তাঁবেদাররূপে নতুন নবাবের স্থলাভিষিক্ত হন এবং বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়।

তৃতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের নিকট থেকে নগদ পৌনে এক কোটি টাকা এবং কলকাতায় দক্ষিণে চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারি লাভ করে।

চতুর্থত, এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে এবং দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

পঞ্চমত, পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজগণ বাংলাসহ দক্ষিণাভ্যে প্রভাব বিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশে সম্পদ আহরণ করে ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে।

যষ্ঠত, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে তারা নবাব নিয়োগকারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং নবাবের বিনিময়ে মীর জাফরের নিকট থেকে শুধু ক্লাইভই ৩,৩৪,০০০ পাউন্ড লাভ করে। পরিশেষে ইংরেজগণ ১৭৫৭ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়।

**প্রশ্ন ▶ ৭** ইরাকের তৈল হস্তগত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে যুদ্ধের কারণ হিসেবে তারা দেখাতে চেষ্টা করে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেনের নিকট পরমাণু অস্ত্র মজুত রয়েছে। যুদ্ধে সাদাম হোসেন পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। নিজ খামারবাড়িতে তিনি ধরা পড়েন। প্রহসনমূলক আইনে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাব্দেদার হামিদ কারজাই-এর সরকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে দেওয়ানি লাভ করে?
- খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপকে ইরাক যুদ্ধের ঘটনাটিতে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উক্ত ঘটনার ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

#### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ করে।

**খ** রবার্ট ক্লাইভের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার উপমহাদেশে আগমন করে এ অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে শাসন ব্যবস্থা সরাসরি গ্রহণের ভয়াবহতার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বৈতশাসন নীতি প্রবর্তন করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় তিনি দেশীয় নবাবের হাতে নেজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করে কোম্পানির ওপর রাজস্ব ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

**গ** উদ্দীপকে ইরাক যুদ্ধের ঘটনাটিতে পাঠ্যবইয়ের পলাশীর যুদ্ধের ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার স্বাধীন নবাব আলীবর্দী খান তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার করলে এতে নবাবের আপনজনরা রুষ্ট হয়। তারা এবং প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বাংলার এ রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে কলকাতায় দুর্গ স্থাপন করে বিনা শুল্ক বাণিজ্য করতে শুরু করে। নবাবের কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা পালন না করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য সেনাপতি মীরজাফর আলী খানের সাথে চক্রান্ত করে নবাবকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যার ফলে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধে নবাব পরাজিত হয়। পরবর্তীতে তারা মোহাম্মাদী বেগ কর্তৃক নবাবকে হত্যা করে এবং তাদের অনুগত মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামিদ কারজাইয়ের সহযোগিতায় সাদাম হোসেনকে উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে সাদাম হোসেন পরাজিত হলে তাকে প্রহসনমূলক আইনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাব্দেদার হামিদ কারজাই এর সরকার শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইরাক যুদ্ধের ঘটনাটি পলাশী যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

**ঘ** উক্ত ঘটনার অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরেজ কোম্পানির বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত করার ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী—

প্রথমত, পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মীরজাফর এ যুদ্ধের মাধ্যমে নামে মাত্র নবাব হলেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে গেল ইংরেজদের হাতে।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও বাংলার রাজনীতিতে তাদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়।

চতুর্থত, ইংরেজরা এ যুদ্ধের ফলে বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে আর এদেশীর বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

পঞ্চমত, একচেটিয়াভাবে ভারতবর্ষের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের অর্থনৈতিক মেবুদণ্ড ভেঙে পড়ে।

যষ্ঠত, ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এ যুদ্ধের ফলে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির মর্যাদা ও বৃদ্ধি পায়।

মূলত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগ শেষে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ কর্মকর্তারা বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয় যা পরবর্তীতে তাদের ভারতবর্ষব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হয়েছিল।

**প্রশ্ন ▶ ৮** ইংরেজ কোম্পানি চীনের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যান্টনে তাদের বাণিজ্য শুরু করে। চীনা ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধের জন্য সোচ্চার হলে চীন সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাঁধে। এ দ্বন্দ্ব একপর্যায়ে যুদ্ধে রূপ নেয়, যা আফিমের যুদ্ধ নামে খ্যাত। চীন পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

◀ **শিখনফল: ৪**

- ক. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
- খ. পলাশীর যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়? ২
- গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে বক্সারের যুদ্ধের কোন কারণের সাদৃশ্য রয়েছে? কারণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফলের সাথে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**খ** নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলাফলস্বরূপ পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইংরেজ বণিকরা নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এছাড়া দুর্গ নির্মাণ বিষয়ে নবাবের নিষেধ না মানা, বাণিজ্যসংক্রান্ত আদেশ অমান্য করা, কলকাতায় কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়দান, ইংরেজদের সন্ধির শর্ত ভঙ্গা, অষ্টাদশ শতকের বাংলার কলুষিত রাজনীতি প্রভৃতি কারণে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিমের যুদ্ধের সাথে ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের বাণিজ্যিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের দ্বন্দ্ব তথা বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হবার পেছনে বাণিজ্যিক কারণ ছিল অন্যতম। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়রের এক ফরমানবলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। দস্তকে উল্লেখ ছিল, কোম্পানি কেবল দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য বা অন্যান্য মালামাল ক্রয় করতে পারবে। তবে কোম্পানির অসাধু কর্মচারীরা দস্তকের অপব্যবহার শুরু করে। মীর কাশিম ইংরেজ বণিকদের দস্তকের অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করতে না পেরে দেশি-বিদেশি সব বণিকের ওপর থেকেই শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে তার রাজস্বের ক্ষতি হয় হলেও ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইংরেজ কোম্পানি চীনে বাণিজ্য শুরু করে। চীনা ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধের জন্য সোচ্চার হয়। ফলে চীনা সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাঁধে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিমের যুদ্ধের সাথে বক্সারের যুদ্ধের বাণিজ্যিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধ অর্থাৎ আফিমের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনায় বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল আরো সুদূরপ্রসারী।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, চীনা সরকারের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে আফিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। অন্যদিকে, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং মুঘল সম্রাট সম্মিলিতভাবে ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। ফলে ইংরেজদের প্রভাব ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তারা সব বাণিজ্যিক সুবিধা ফিরে পায়। বিভিন্ন শর্তারোপ করে মীর জাফরকে পুনরায় ক্ষমতায় বসানো হলেও প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে স্বীয় রাজ্য ফিরে পেলেও তার কাছ থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দুটি কেড়ে নেয়। ফলে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রবার্ট ক্লাইভ আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির

সম্রাট কর্তৃক বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। ফলে বাংলার ওপর ইংরেজ অধিকার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে আর কোনো বাধা থাকে না।

উদ্দীপকে আফিমের যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধের ফলেই বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের প্রকৃত অবসান ঘটে।

সুতরাং, উল্লিখিত দুই যুদ্ধের ফলাফলের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায়, আফিমের যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল বেশি সুদূরপ্রসারী।

**প্রশ্ন ৯** লংকার রাজা রাবণের রাক্ষসপুরী অত্যন্ত সুরক্ষিত। কিন্তু রাবণের ভাই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সাথে হাত মেলায়। সে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যণকে রাক্ষসপুরীতে প্রবেশের গোপন পথের কথা বলে দেয়। ফলশ্রুতিতে রাবণ পরাজিত হয়। স্বাধীনতা হারায় লংকা আর পরিবর্তিত হয় ইতিহাসের গতিপথ। লংকাবাসীকে এ বিশ্বাস ঘাতকতার ফলাফল ভোগ করতে হয়েছিল বহু বছর।

◀ শিখনফল: ৩

- ক. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? ১
- খ. অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে কেন কাল্পনিক আখ্যা দেয়া হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় বিভীষণের কাজের সাথে বাংলার ইতিহাসের কোন ব্যক্তির কাজের মিল রয়েছে? তোমার পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলার ইতিহাসে এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

## ৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা।

**খ** ইংরেজ গভর্নর হলওয়ের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজদের উত্তেজিত করার জন্য যে মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করেন, তাই ইতিহাসে ‘অন্ধকূপ হত্যা’ নামে পরিচিত।

অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে কাল্পনিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এ অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ১৮'×১৪.৫' আয়তনের কোনো কক্ষে ১৪৬ জন মানুষ ধারণ করতে পারে না। ১৪৬ জন মানুষকে পুস্তকের মতো পর পর সাজিয়ে রাখলেও উক্ত আয়তনের কক্ষে আটানো যাবে না। এসব কারণেই অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীকে কাল্পনিক বলা হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় বিভীষণের কাজের সাথে বাংলার ইতিহাসের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরের কাজের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাবণের ভাই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সাথে হাত মেলায়। যে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যণকে রাক্ষসপুরীতে প্রবেশের গোপন পথের কথা বলে দেয়—এ ঘটনা পাঠ্যবইয়ের বিশ্বাসঘাতক

সেনাপতি মীরজাফরের কথা মনে করিয়ে দেয়। মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য ইংরেজদের সহায়তা কামনা করলে ইংরেজরা সানন্দে এ যড়যন্ত্রে অংশ নেয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সকালে যুদ্ধ শুরু হলে মীর মদন ও মোহন লালের অধীনস্থ সেনারা বীর বিক্রমে ইংরেজ বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে থাকে। মীরজাফর তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধে মীর মদন নিহত হওয়ার পর নবাব মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ করলে মীরজাফর নবাবকে ভুল পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ জানান। নবাবের আদেশে মোহন লাল ও সিনফ্রে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। এতে নবাবের আশু বিজয়ের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় এবং অবশেষে নবাব পরাজিত হন।

**ঘ** এখানে বাংলার ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরের কথা বলা হয়েছে এবং তার বিশ্বাসঘাতকার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের রাজদণ্ডে অভিষিক্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে নামমাত্র নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা থেকে যায় ইংরেজদের হাতে। নবাব ইংরেজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে বাধ্য হওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের ফলে বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্য ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়। ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের বাজারে পরিণত হয়। এর ফলে ইংরেজরা ভারতবর্ষে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং পরবর্তী ১৯০ বছর তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়।

তাই বলা যায় যে, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী।

**প্রশ্ন ১০** সেলিম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পড়ে জানতে পারে একটি দেশে রাজা সিংহাসন আরোহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী দেশের সব বিদেশি বণিক সংঘ তাকে উপঢৌকন পাঠালেও ‘ক’ সংঘ উপঢৌকন পাঠায়নি। উপরন্তু সম্রাটের আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করে। আর সম্রাটের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রকারী পিতা ও পুত্র ‘ক’ সংঘের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

◀ শিখনফল: ৩

- ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (দুর্ভিক্ষ) কখন হয়? ১
- খ. ওলন্দাজ কারা? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে সেলিমের পড়া ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতীয় উপমহাদেশের কোন যুদ্ধের কারণ ফুটে উঠে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে উক্ত যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে।

**খ** হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডসের অধিবাসীরা ওলন্দাজ হিসেবে পরিচিত।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের সাফল্য ওলন্দাজদের ইউরোপীয় আকৃষ্ট করে। তারা পর্তুগিজ আগমনের প্রায় শতবছর পর ভারতবর্ষে আগমন করেছিল। ১৬০২ সালে ডাচ বা ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতে আসে এবং কালিকট ও নাগানড্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। স্বীয় তারা ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে। ১৭৫৯ সালে বিদ্যারার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওলন্দাজরা বুঝতে পারে যে, ইংরেজদের সাথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এর ফলে ১৮০৫ সালে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় চলে যায়।

**গ** উদ্দীপকের সেলিমের পড়া ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতীয় উপমহাদেশের পলাশীর যুদ্ধের কারণ ফুটে উঠে।

উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের সব বিদেশি বণিকসংঘ রাজাকে উপঢৌকন দিলেও ক সংঘ উপঢৌকন পাঠায়নি। তারা সম্রাটের আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করে। এসব ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের কারণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সিরাজ-উদ-দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অপরাপর ইউরোপীয় বণিকগণ উপঢৌকনসহ তাকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। এ স্বীকৃতি উপেক্ষা করা ছিল নবাবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। নবাব এতে প্রচণ্ড অপমানবোধ করেন এবং ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। ইউরোপীয়গণ নবাব আলীবর্দী খানের সময় অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়নি। নবাব দুর্গ নির্মাণকে তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি হুমকি মনে করে তা নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজরা আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করে। এছাড়াও বাণিজ্য সংক্রান্ত নবাবের আদেশ অমান্য করা, কলকাতায় কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়দান, ইংরেজদের সন্ধি ভঙ্গ প্রভৃতি কারণেই পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**ঘ** উক্ত যুদ্ধ বলতে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পলাশীর যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের রাজদণ্ডে অভিষিক্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং এরই সূত্রধরে পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা বিভাজিত হয়ে দ্বৈত শাসনের সূত্রপাত হয়। মীরজাফর নামমাত্র নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা থেকে যায় ইংরেজদের হাতে। নবাব ইংরেজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে বাধ্য হওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের ফলে বাংলার একচেটিয়া বাণিজ্য ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং দেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়। ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। নবাবের পরাজয়ের পথ অনুসরণ করেই ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং পরবর্তী ১৯০ বছর তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

**প্রশ্ন ▶ ১১** রাইমা ও রিয়া এক বিদেশি শক্তির সাথে বাংলার সর্বশেষ নবাবের যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কথা বলছিল। রাইমা রিয়াকে বলে, দূরদর্শী, স্বাধীনচেতা, প্রজাহিতৈষী একজন নবাব একবার বিদেশি শক্তির নিকট পরাজিত হওয়ার পরও হতাশ না হয়ে নতুন করে শক্তি-সাহস সঞ্চার করে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হন। রিয়া রাইমার সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে এই পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

◀ **শিখনফল: ৪**

- ক. ক্লাইভ কত সালে দেশে ফিরে যান? ১
- খ. সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি পত্রে ইংরেজদের কী কী সুবিধা দেয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে রাইমা কোন যুদ্ধের প্রতি ইজিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘উক্ত যুদ্ধের ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ’— মতামত দাও। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ক্লাইভ ১৭৬৭ সালে স্বদেশে ফিরে যান।

**খ** ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি পত্রে ইংরেজদের বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিনা শুল্ক অবাদ বাণিজ্য করার সুবিধা দেয়া হয়।

পাশাপাশি তারা নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনেরও অধিকার লাভ করে। এ ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলে মন্তব্য করেছেন। এ অধিকার লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়।

**গ** উদ্দীপকে রাইমা বক্সারের যুদ্ধের প্রতি ইজিত করেছে।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মীর কাসিম বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুজেরে রাজধানী স্থানান্তর, দস্তকের অপব্যবহার নিষিদ্ধ ও কামান-বন্দুক তৈরির ব্যবস্থা নেন। ফলে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করেন। কিন্তু মীর কাসিম হতাশ না হয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হন। এই যুদ্ধের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রাইমা বক্সারের যুদ্ধের প্রতি ইজিত প্রদান করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বক্সারের যুদ্ধের প্রতি ইজিত দেওয়া হয়েছে। বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির হাতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলার সার্বভৌমত্ব আংশিক ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যাহত হয়। ফলে

উপমহাদেশে ইংরেজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান। দিল্লির সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে। মীর কাসিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন এবং ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আর এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজদের আইনগত অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতামালী হয়ে উঠতে থাকে। বক্সারের যুদ্ধের প্রভাব উপমহাদেশে পরিপূর্ণ পরাধীনতা এনেছিল।

তাই বলা যায় যে, বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

**প্রশ্ন ▶ ১২** কিশোর এবং মাহিন বাংলার নবাবি শাসনের করুণ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মীরজাফর পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারি ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাহিন বলল, পুতুল মীরজাফরকে একদিন সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিল ইংরেজরা। কিশোর বলল, তারপর চুক্তি করে মীর কাসিমকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসাল। কিন্তু স্বাধীনচেতা মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এভাবে বাংলার বুকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

◀ **শিখনফল: ২, ৩ ও ৪**

- ক. মুর্শিদকুলী খান কত সালে সুবাদারি লাভ করেন? ১
- খ. সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যার ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
- গ. নবাবি শাসনের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উদ্দীপকে কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘এভাবে বাংলার বুকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।’— কিশোরের এ বক্তব্যটি পর্যালোচনা করো। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ সালে সুবাদারি লাভ করেন।

**খ** মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলে নবাব পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং অবশেষে স্ত্রী লুৎফুননেসা ও কন্যাকে নিয়ে নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজমহলের পথে ভগবানগোলায় ধৃত ও বন্দি হন। তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আর এভাবেই দেশপ্রেমের পরাজয় হলো।

**গ** নবাবি শাসনের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উদ্দীপকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরবর্তী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য কার্যত অস্তমিত হয়। ইংরেজরা এ সময় রাজ্যের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে ফলে রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে মীরজাফর ইংরেজদের চাহিদামতো অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজরা মীরজাফরকে সরিয়ে মীর কাসিমকে নবাব বানালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। পরবর্তীকালে নবাব মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পরাজিত হলে ইংরেজরা বাংলার মূল শাসকে পরিণত হয়।

এছাড়া পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দায়িত্ব মীরজাফরকে প্রদান করায় কৃতজ্ঞ মীরজাফর ইংরেজদের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক কোটির বেশি অর্থ প্রদান করে। আবার ইংরেজ বণিকগণ বিনাশুল্কে এ অঞ্চলে বাণিজ্যের সুযোগ পেলে ইংরেজদের তোপে দেশীয় বণিকগণ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মীরজাফর ইংরেজদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মীর কাসিমকে নবাব বানানো হয়। এ সময় মীর কাসিম যোগ্য শাসক হিসেবে রাজ্যের বিশাল ক্ষতি বুঝতে পারলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে কিশোর বাংলা সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্যই করেছে। কারণ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর বাংলার ভাগ্যাকাশে অন্ধকার নেমে আসে।

মীরজাফরের ব্যর্থতায় রুষ্ট হয়ে কোম্পানি তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার নবাব হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। ইংরেজরা এতে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাকে সরানোর চেষ্টা করলে ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হন।

মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইংরেজরা অনেক সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দ্বিতীয়বারের মতো মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীরজাফরের মৃত্যু হলে ১৭৬৫ সালে তার পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে ইংরেজরা বাংলার মসনদে বসায়। তার সাথে চুক্তি হয় বাংলার সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতা থাকবে ‘নিয়ে-ই-নাজিম’ উপাধিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার হাতে। তার নিয়োগ বা অপসারণ করার পুরো ক্ষমতা থাকবে ইংরেজদের হাতে। নবাব নামে মাত্র শাসনকর্তা থাকবেন। এভাবে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ক্রমেই ডুবে যায়।

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে এসে সুচতুর ইংরেজরা প্রথমে কুঠি স্থাপন করে তারপর ধীরে ধীরে এদেশের শাসনক্ষমতা হস্তগত করে এদেশের শাসনকর্তা বনে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ‘এভাবে বাংলার বুকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়’— কিশোরের এ বক্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

**প্রশ্ন ১৩** ইতিহাস পাঠের প্রতি রাকিবের ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক। তার জানার প্রবল ইচ্ছা কীভাবে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতা গ্রহণ করল? ইতিহাস ক্লাসে রাকিব জানতে পারল বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিমকে ১৭৬৪ খ্রি. বঙ্গাব্দের যুদ্ধে পরাজিত করে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসল। এই যুদ্ধ জয়ের ফলেই ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করার পূর্ণ ক্ষমতা ব্রিটিশরা পেল।

◀ শিখনফল: ৪

ক. পলাশীর প্রান্তর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

খ. অন্ধকূপ হত্যা বলতে কী বোঝায়?

গ. “মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা মনোভাবই ছিল বঙ্গাব্দের যুদ্ধের প্রধান কারণ।”— এই উক্তিটির আলোকে বঙ্গাব্দের যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করো।

ঘ. “উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বঙ্গাব্দের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ”— স্যার স্টিফেনের এই উক্তির সপক্ষে তোমার যুক্তি উত্থাপন করো।

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পলাশী প্রান্তর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

**খ** ইংরেজ লেখক হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি কাহিনী ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত।

এতে বলা হয়, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা দুর্গ আক্রমণ করে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে আটকিয়ে রাখেন। ফলে ১২৩ জন ইংরেজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

**গ** মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা মনোভাবই ছিল বঙ্গাব্দের যুদ্ধের প্রধান কারণ— এই উক্তিটির আলোকে বঙ্গাব্দের যুদ্ধের কারণ নিচে আলোকপাত করা হলো:

প্রথমত, মীর কাসিম ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় আসলেও তিনি স্বাধীনচেতা মনোভাবের ছিলেন। এজন্য তিনি ইংরেজদের প্রভাব মুক্ত থাকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল বঙ্গাব্দের যুদ্ধের অন্যতম কারণ। মীর কাসিম মীর জাফরের ন্যায় পুতুল শাসক হয়ে থাকতে নারাজ ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন আজ হোক কাল হোক ইংরেজ কোম্পানির সাথে যুদ্ধ অনিবার্য। সে কারণে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন এবং তার প্রস্তুতির মধ্যে ছিল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করা। এজন্য তিনি ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে সম্রাট শাহ আলমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুজেরে স্থানান্তর করেন এবং সেখানে গোলাবারুদের কারখানা স্থাপন করেন। এভাবে মীর কাসিমের শক্তি বৃদ্ধি ইংরেজরা সন্দেহের চোখে দেখেন।

দ্বিতীয়ত, দেশীয় বণিকদের ক্ষতির প্রতিকারে অসমর্থ হয়ে নবাব মীর কাসিম ইংরেজ ও দেশীয় নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর হতে বাণিজ্যশুল্ক উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপুত না হলে মীর কাসিমকে পদচ্যুত করে শুধুমাত্র দেশীয় বণিকদের শুল্ক দিতে বাধ্য করার নীতি নেন।

**ঘ** “উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানে পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা বঙ্গাব্দের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ”— স্যার স্টিফেনের এই উক্তিটি যথার্থ।



প্রথমত, পলাশীর যুদ্ধ ছিল ষড়যন্ত্রমূলক কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে উভয়ের শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এই যুদ্ধ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার শেষ যুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ শাসনের যে সূত্রপাত হয় বক্সারের যুদ্ধে তা পূর্ণতা লাভ করে। ঐতিহাসিক ব্রস বলেছেন, “বক্সারের যুদ্ধের উপর উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল।” বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতার শেষ আলোটুকু নিভে যায়।

তৃতীয়ত, বক্সারের যুদ্ধে জয়ের পরই ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং উপমহাদেশে বাণিজ্যের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থত, বক্সারের যুদ্ধের ফলে মীর কাসিম সিংহাসনচ্যুত হন এবং মীর জাফর পুনরায় পুতুল শাসক হিসেবে বাংলার মসনদে বসেন।

পঞ্চমত, এ যুদ্ধের ফলে বাংলার নবাব পদে কে বসবেন এবং নবাব পদ কে হারাবেন তা ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ষষ্ঠত, পলাশীর যুদ্ধে কেবলমাত্র বাংলার নবাব পরাজিত হয় কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলা, অযোধ্যা এবং মুঘল সম্রাট একযোগে পরাজিত হয়।

সপ্তমত, এ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সর্বোপরি, এ যুদ্ধে জয়ের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বণিক থেকে শাসকে পরিণত হয়। অর্থাৎ বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ► ১৪** তপু বাংলাদেশের নাগরিক। সে পড়ালেখার জন্য দুই বছর আগে একটি দেশে গমন করেছে। অতীতে সেদেশের একটি বণিক সংঘ রানীর কাছ থেকে বাণিজ্য করার জন্য ১৫ বছর মেয়াদি সনদপত্র নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। তৎকালীন সম্রাটের কাছ থেকে তারা বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ বণিক সংঘ ভারতবর্ষ তাদের অধিকারে নিতে সমর্থ হয়।

◀ শিখনফল: ২

- ক. ভাস্কা-দা-গামা কত সালে ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন? ১
- খ. ওলন্দাজ বা ডাচ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে ভারতীয় উপমহাদেশে যে শাসনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. এক সময় ‘উক্ত বণিক দলের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে ফরাসি বণিকদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়’- বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৪৯৮ সালে ভাস্কা-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন।

**খ** ওলন্দাজ বা ডাচ বলতে নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের বোঝায়।

প্রাচ্য বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডের একদল বণিক ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে ১৬০২ সালে ভারতবর্ষে আসে। ১৭৫৯ সালে সংঘটিত বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮০৫ সালে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়।

**গ** ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বণিকদের সাথে ফরাসি বণিকদের সংঘর্ষ বিশ্লেষণ করো।

**প্রশ্ন ► ১৫** সম্প্রতি দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। জনগণও এ প্রসঙ্গে একমত, কিন্তু ভয় হয় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের। তিনি বলেন, এমনই ব্যবসা করতে পশ্চিমা এই উপমহাদেশে এসেছিল এবং আমাদের সরলতা ও রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগে একসময় ঐ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই এখানকার ভাগ্যবিধাতা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি কোনো আবেগের আশ্রয় না নিয়ে শর্তসাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগ করার পক্ষে মত দেন।

◀ শিখনফল: ১ ও ২

- ক. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১
- খ. সিরাজ-উদ-দৌলার মসনদে আসীন হওয়ার পর কী ধরনের প্রশাসনিক রদবল ঘটে? ২
- গ. মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাহেবের পশ্চিমাদের সম্পর্কে মন্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত ব্যবসায়ীশ্রেণি এই উপমহাদেশে কীভাবে আগমন করেছে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

**খ** সিরাজ-উদ-দৌলা ক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রশাসনিক কিছু রদবদল করেন।

নবাব মসনদে আসীন হয়ে বখশীর পদ থেকে মীরজাফরকে অপসারণ করে মীরমদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর পারিবারিক দেওয়ান মোহনলালকে সচিব পদে উন্নীত করেন এবং তাঁকে মহারাজ উপাধিসহ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মোহনলালের পিতৃব্য জনকিরামকে নিজের দিওয়ান নিযুক্ত করেন।



**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

**গ** ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে ভাস্কা-দা-গামার অবদান বিশ্লেষণ করো।